

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI

code:19

Unit - 3**পড়ো**

Sub Unit	Topic
3.1	১৩০০ - তত্ত্ব, বড়দিন, স্নানযাত্রা, পাঠা, তপসে মাছ, আনারস, পিঠাপুলি
3.2	মাইকেল মধুসূদন দত্ত - মেঘনাবধ Ljh
3.3	১৩০০ - সাধের আসন
3.4	Ljh eL ju - প্রণয় বাধা, সেকি?, চন্দ্রপীড়ের জাগরণ, সুখ, দিনচলে যায়
3.5	LjSf eSljm Cpmij - বিদ্রোহী, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, সর্বহারার, আমার কৈফিয়ৎ, পূজারিনী, phhpjOf
3.6	Slheje% cjin - বোধ, হায়চিল, সিঙ্কসারস, শিকার, গোখুলি সঙ্ক্যার নৃত্য, রাত্রি
3.7	বিষ্ণু দে - ঘোড়সওয়ার, প্রাকৃত কবিতা, জল দাও , ২৫শে বৈশাখ, দামিনী, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, Nje
3.8	phB/cEjb cS - জেসন, সংবর্ত, যযাতি
3.9	Ajju Qe%ha - ঘর, চেতন স্যাকরা, বড়বাবুরর কাছে নিবেদন, সংগতি, বিনিময়
3.10	সমর সেন - মেঘদূত, মহয়ার দেশ, একটি বেকার প্রেমিক, উর্বশী, মুক্তি
3.11	সুভাষ মুখোপাধ্যায় - প্রস্তাব : ১৯৪০, মিছিলের মুখ, ফুল ফুটুক না ফুটুক, যেতে যেতে, পাথরের gln, Ljm j dj:jp
3.12	শক্তি চ-ijdfju - অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে, আনন্দ ভৈরবী, অবনী বাড়ি আছে?, চাবি, হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান, যেতে পারি কিন্তু কেন যাবে
3.13	Lha; qpww - রাজেশ্বরী নাগমণিকে নিবেদিত, প্রেমতুমি, আন্তিগোনে, গর্জন সন্তর, হরিনা বৈরী

Sub Unit- 1

ডীন...চ (1812-1859)

ডীন...চ HLSe p;ŋaɪL, Lɔh, p;wɦɪɔL ১২১৮ বঙ্গাব্দে ২৫ ফাল্গুন (১লা মার্চ ১৮১২) পশ্চিম বঙ্গের জেলায় কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীনের প্রেরণায় এবং বন্ধু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে ১৮৩১ সালে ২৮শে জানুয়ারি তিনি সপ্তাহিক ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির কবি হিসেবে পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ‘পাষন্ডপীড়নে’র প্রকাশ হয় ১৮৪৬ খ্রিঃ। বঙ্গভাষায় পদ্যে সর্বপ্রথম কাঁটন রচনা করে ঈশ্বরচন্দ্র।

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য X-

- “ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা দেখিয়া মনে হয় তিনি কবি ও পাঠকের মধ্যে কোন ব্যবধানসীল গড়িয়া তোলেন নাই; কবি পাঠকের সহিত একি ভূমিতে দাঁড়াইয়া পাঠককে তাঁহার কথা শুনাইয়াছেন।”

[হুজুং: ডীন...চ। Lɔɦaj pɦNɦ]

- “ঈশ্বরচন্দ্রের মনের বোঁক ছিল লোকসঙ্গীতের উপর বিশেষ করিয়া গ্রাম্য ছড়া ও লোক গীত ছন্দের উপর।”

[তারাপদ মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কাব্য]

- “যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন ; এমন ঘাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাপিলীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই।”

[বঙ্কিমচন্দ্র ; ঈ.ও.জী.ক. ৩য় পরিচ্ছেদ কবিত্ব]

- “ডীন...চ (1812-১৮৫৯) যুগসন্ধিক্ষণের কবি ও ইহার রুচি নিয়ামক। তাঁহার কবিতার মধ্য ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রণ ধারাটি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য গোচর হয়।”

[শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা]

- “কবি ঈশ্বরচন্দ্রকে আমরা ‘ভোরের পাখী’ বলতে পারি তিনি কাব্য কবিতার মাধ্যমে যে প্রভাত কলরব সৃষ্টি করেন, তাহারা সুর পুরাতন প্রবাহের শেষ তরঙ্গধ্বনি অথবা নবীন প্রণবর্তার আদিম মন্দ্রগুঞ্জন ; তাহাই আমাদের বিচার করিতে হইবে।”

[অসিত কু. বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য ১৯৬৫]

➤ ১২শ শতাব্দীর লিখিত

Lḥajl ej	কাব্যগ্রন্থের নাম	fḥeLj fLjn	fḥj mḥCe	শেষ লাইন
ašā (ḥefcf Rḥc)	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	*	কলেবর কুটীরেতে Cḥcḥ aul	পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন।।
hscḥe	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	*	খ্রীষ্টের জন্মদিন, hsḥe ejz	করিবে করিয়া কৃপা হও, আশুতোষ।।
pḥekḥej (ḥefcf Rḥc)	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	*	শুনে বলি হরি যাই - pḥdḥpḥdḥpḥdḥajC	ঘরে যেন মুক্তি স্থান fḥC
fḥjḥ	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	*	রসভরা রসময়, রসের RḥNm	pḥajḥ fḥo ajl স্বর্গে যায় চোলে।।
তপসে মাছ	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	১২৫৬ সালে ৩১ °S. pwhḥc fḥi jLI	Lḥoa LmeLḥḥ' Lj eḥu Lju	হায় রে তপস্যা তোর তপস্যার কি জোর।।
Beḥlp	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	১২৫৬, ২৮শে Boḥt pwhḥc fḥi jLI	বন হতে এল এক টিয়ে মানোহর।	পালো এসে বাস করো মরনের কালে।।
ḥfWj-fḥm	ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	*	সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা	মাজে মাজে হাস্যরবে সুখের যৌতুক।।

aśā

তত্ত্ব কবিতায় কবি কলেবর কুটিরে তস্কর ইন্দ্রিয় র কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে সমস্ত জীবরা অজ্ঞান হয়ে আছে সেখানে কেউ শিবের উপাসনা করে না ভক্তি করে না। মান এবং হুম্ব অর্থাৎ জ্ঞান মানুষের আছে যা পশুর থাকে না। জ্ঞান ছাড়া মানুষে ও পশুতে কোনো তফাৎ নেই তাদের সমাত কিছুই এবা। আবার হোম যজ্ঞ পূজার্চনা করে মানুষ ঠকিয়ে শিব সেবা হয় না, মানুষ নিজ সংসারের ভালো কাজের মধ্যে সুখ খোঁজার চেষ্টা যেখানে জীব জ্ঞানে শিব সেবা সার্থক হয়। শুধু পুঁথি পড়ার কোনো অর্থ বা মর্ম না বোঝে। যেমনভাবে জ্ঞানীরা শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানকে গ্রহণ করে যেমন করে পল ফেলে কৃষকরা ধান নেয়, প্রেম ভক্তি সবকিছুর আধার হল ভগবানের ভক্তি সেই ভক্তির দ্বারা প্রভুর চরণে মন সঁপে দিতে হবে যার মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্ভব।

- ঈশ্বর গুপ্তের ‘তত্ত্ব’ কবিতার স্তবক সংখ্যা ১২টি।
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - 96
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় ‘প্রতি স্তবকের লাইন সংখ্যা - 8
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় মুক্তির একমাত্র কারন বলা হয়েছে মনকে।
- ‘তত্ত্ব’ কবিতায় বলা হয়েছে যে মানুষ যদি রিপুজয়ী না হয় এবং জ্ঞান অর্জন করতে না পারে তবে পশুর সাথে তার কোনো তফাৎ নেই।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- কলেবর কুটিরেতে ইন্দ্রিয় তস্কর।
ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরন্তর।।
- নিজ ঘরে চুরি তার শাসন না হয়।
হরিতে পরের ধন ব্যাকুল হৃদয়।।
- নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে।
পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে।।
- আপনারে বড়ে বোলে, মরে অভিমানো।
অথচ সে আপনারে; কভু নাহি জানো।।
- ডাকছেড়ে মস্ত্র পড়ে, হোম করে কত।
নানারূপ বেশ ধরে, দাস্তিকের মত।।
- সবই আসক্ত মন, সংসারের সুখে।
শোক আর তাপ পেয়ে, দঃ হয় দুখে।।
- বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন।
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পন।।
- দেখিব প্রত্যক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই।
বচন গ্রণহে কোন, প্রয়োজন নাই।।
- অমৃত ভোজন করি তৃপ্তিলাভ যার।
আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার।।
- শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন।।

hstce

কবি ঈশ্বরগুপ্ত যীশুখ্রিস্টকে খ্রিষ্টানেরা বড়দিন হিসাবে পালন করলেও খ্রিষ্টানদের বেহেল্লাপনার মূল উৎসবের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কোলকাতা শহরের কেরানী ; দেওয়ানেরা সাহেবদের বাড়িতে বড়দিন উপলক্ষে ভেটকি মাছ; কমলালেবু ; মিছরি ; বাদাম ইত্যাদি বস্তু উপহার পাঠান। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মানুষরা এই বড়দিন উপলক্ষে আনন্দে যেতে ওঠে। মেরি মাতার কোলে যেমন শিশু ঈশু শোভা পায় তেমনি যশোদার কোলে গোপাল শোভা পায়। স্বপ্নাদেশে কুমারী মেরি মাতার কোলে যিশু খ্রিষ্টের জন্ম হয় বলে, তাকে ঈশ্বরের পত্র বলা হয়। বড়দিন উপলক্ষে শহরের রাস্তায় আন্দুস, পিন্দুস, ডিঙ্গুস, মেডুস, ডিকোষ্টা তিরোজা , জোনা, ডিসোজা গথিস জেসু নেসু কেশু প্রভৃতি বিদেশি ভিড় জমায়। কবিতায় জাহ্নবী নদী ও টপ্পা গানের উল্লেখ আছে। কবিতার শেষে কবি পরিহাস ছলে বলেছেন কেউ যেন এ কবিতার দোষ না ধরেন। আর সেজন্য তিনি আশুতোষের কাছে কৃপাপ্রার্থী।

- ‘বড়দিন’ কবিতাটি মোট লাইন সংখ্যা - 166
- ঈশ্বরগুপ্তের উৎসব বিষয়ক কবিতা হল - hstce
- খ্রিষ্টানদের বেহেল্লাপনায় মূল উৎসবের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।
- খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ - বাইবেল। এর দুই ভাগ ওল্ড টেস্টমেন্ট ; নিউ টেস্টমেন্ট।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি X

- ‘খ্রীষ্টের জন্মদিন, বড়দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম।।’
- “কেথলিক দল সব প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশ্বর গড়ে দেয় ; মেরিমার কোলে।”
- “শিষ্যগন সঙ্গে সদা ; যুগি জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু ঈশ্বরের ছেলে।”
- “পাপী পরিত্রান হেতু করুণানিধান।
জুশের জুশের ঘায়ে তেজিলেন প্রাণ।।”
- “ওল্ড এক টেস্টমেন্ট, গোল্ড তার বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষের লাগাইয়া ধাঁধা।।”
- “শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ।।”
- “কোনোরূপে পিণ্ডি রক্ষা ; ঐটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন খেনো গাড়ে ; বেনোজলে নেয়ে।।”
- “সাহেবের হুড়াহুড়ি ; জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে ‘রোটরেনস’- সেলের সকলে।।”
- অতএব কেহ চার ধরিবে না দোষ
করিবে করিয়া কৃষা, হও আশুতোষ।।”

প্ৰেক্ষা

‘স্নানযাত্রা’ ঈশ্বরগুপ্তের সমাজ চেতনা বিষয়ক কবিতা। বৃষ পূর্ণিমার দিন মাহেশের মহামেলায় স্নানযাত্রায় দলে দলে জনসমাগম হয় মাহেশে মহামেলার দিন পুন্যার্থীরা পৈতৃক তসর ছেড়ে বিলাতি জুতো ও ধোপা ধুতি পরিছেন। চাঁপাতলা শূন্য করে নরহরির দল ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। হাড়ি, মুচি, যুগী, জেলা ও চোখের পোলা (মুসলিমরা) দলে দলে স্নানের উদ্দেশ্যে যায়।

মাহেশে যারা স্নান করতে যান তারা সকলেই শাক্ত কিন্তু কেউ উপযুক্ত ভক্ত নয়। মাহেশে বৃষ পূর্ণিমার দিন বাবু হয় ধোপারা। মাহেশের স্নানযাত্রার বিষয়টিকে তিনি কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

- ‘স্নানযাত্রা’ কবিতায় কাক ও ফিঙের নাম রয়েছে।
- “প্ৰেক্ষা” Lhaju Bj, LjWjm এর উল্লেখ আছে।
- কবিতায় হাতির নাম উল্লেখ আছে এবং এর লিচু, মোন্ডা প্রভৃতি খাবারের নাম রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- ফুলায় বুকুর ছাতি যেন নবাবের নাতি
হাতী কিনে হয়ে বসে ভূপা।
- পূর্ণ হল ইচ্ছা যেটা স্থান আর দেখে কেটা
স্নান পান এক ঠাই বসে।



- hqm ej qu aju AMm i du; Mju
মনে মনে সাধ আছে খুবা।

Teachinns
Text with Technology

ফি

ঈশ্বরগুপ্ত একবার জলপথে ভ্রমণে বেরিয়ে আহার সন্ধানে প্রচুর কষ্ট পাবার পর অবশেষে একটি পাঁটা সংগ্রহ করে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করেছিলেন। তৃপ্তির সহিত ভোজন পূর্বক এই কবিতাটি তিনি রচনা করেন ‘পাঁটা’। পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন অর্থাৎ এটি খাদ্যবস্তু বিষয়ক কবিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাগলের গুন দেখে অভিমান করে বরাহরূপ ধারণ করেন। যবন-হিন্দু বরাহকে আপমান করলেও ইংরেজরা তার মান রেখেছে। হোটোলে বরাহ মাংস হ্যাম নামে বিক্রি হয়। প্রতিদিন প্রাতে উঠে ‘পাঁটা’ বলতে বলতে স্বর্গে চলে যাবে।

- ‘পাঁটা’ কবিতার মোট লাইন pWMEj - 124
- “fjWj” LhajuW ti æ fjW qm -fjWj
- পাঁটার মহিমাকীর্তন ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাতেও পাওয়া যায়। কবিতাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উবশী কবিতার প্যারোডি সর্কশী নামে পরিচিত।
- ড. রেনুপদ ঘোষের মতে কাশীরাম দাশের মহাভারতের অনুসরণেই ঈশ্বরগুপ্ত পাঁটার মহিমাকীর্তন করেছেন।
- “তিনি ‘পাঁটা’ কবিতা সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পাঁটার সাদা ও কালো ছানাগুলিকে কানাই বলায়ের সাথে তুলনা করিয়াছিলেন। কানাই বলাই যেমন গোষ্ঠে খেলা করিয়াছিলেন, ইহারাও সেই রূপ খেলা করে।”

[LjSej]ue hpm; hjwmj i joj J pjQae HouL hS'ae]

তপসে মাছ

তপসে মাছের গুণগানের বর্ণনা করতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত কখনো কখনো একে ‘সকলের গুরু’ এবং ‘খড়দার প্রভু’ নিত্যানন্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুড়ি টাকা দরে তাজা তাজা তপসে মাছ কেনার কথা আছে। তপসে মাছ নোনা জলে বাস করে। সহেবেরা তপসে মাছকে ম্যাক্সোফিস বলে। সমুদ্রমুষ্টি কালে দেবাসুরের যুদ্ধে যে অমৃত উঠেছিল, সেই অমৃত ভক্ষণ করে তপসে মাছের সুরমধু আশ্বাদন হয়েছে। উলুবেড়িয়ার গাঙে সাগরের নোনা জলে তপসে মাছ বিহার করলে ও নগরের উত্তরের দিকে তার যাতায়াত নেই। তপসে মাছ যদি দাড়ি গোঁফ নেড়ে উজানের পথে আসে তাহলে ছেলে মেয়েরা শাঁখ ঘন্টা বাজাবে। কবি বলেছেন যদি মিঠে জলে তপসে মাছ আসে তাহলে কবি ভিটে মাটি বেচে পুজো দেবেন। কবি তপসে মাছে ডিম, তপসে মাছের ভাজা, ঝোল ও ঝাল খেতে চান।

- ‘তপসে মাছ’ কবিতাটি ১২৫৬ সালে ৩১শে জৈষ্ঠ ‘সংবাদ প্রভাকর’ এ প্রকাশিত হয়।
- তপসে মাছ কবিতাটি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হলে কবিতাটির শেষে রচয়িতা নামের পরিবর্তে মুদ্রিত ছিল - “aıqıw পেটুক’ এবং সব শেষে মুদ্রিত ছিল ‘চাই এন্ডাওয়ানা তপসে মাছ’।
- তপসে মাছ কি মাছের মতো ১০\১২ আঙ্গুল চ্যাপ্টা দেহ ; সোনা রঙের যে মাছ সমুদ্র থেকে গঙ্গায় আছে সেই মাছ দেখে রঙ্গ-কৌতুক প্রিয় কবির তপস্বীর কথা মনে পড়ে যায়।
- ‘তপসে মাছ’ কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা - 108 W

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- L0a LeLLıŋı' Lj eŋı Ljuz
গালভরা গোঁফ-cıŋs-afüŋı fŋuzz
- পাখী নও ধর মনোহর পাখা।
pıd# ğıø İp ph A%ı jıMızz
- Ajđı re aıC Hıŋ fLııı
সুমধুর আশ্বাদন হয়েছে তোমায়া।।
- Seŋ-ত্রয়ো qJ aŋı İpj aŋ paŋı
পোয়াতীর গর্ভে থেকে qJ Ni ŋaŋıı

Beip

‘আনারস’ কবিতাটি সমসাময়িক প্রাকৃতিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। আষাঢ় মাসেই বাজারে প্রচুর আনারস পাওয়া যায়। তাই আষাঢ় মাসেই ঈশ্বরগুপ্ত আনারস কবিতা রচনা করেন। নন্দনবনে দেবরাজ ইন্দ্র শতীকে ছেড়ে আনারস আলিঙ্গন করার পর থেকে আনারসের গায়ে সহস্র লোচনের জন্ম হয়। আনারস তুলনামূলকভাবে সস্তা, তাই আনারস সবাই খেতে পারলেও বেদানা সবাই খেতে পারে না। বেদানার যশ থাকলেও তা কেবলমাত্র ধনী লোকেরা উপভোগ করতে পারে। কবি উল্লেখ করেছেন আনারসের স্বাদ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যুবকের কাছে যুবতীর অধরামৃত। বৃদ্ধের কাছে হরিনাম সুধা, বালকের কাছে জননীর উভ

- "Beip' LhajiWI fLjn Ljm - ১২৫৬, ২৮ আষাঢ় (১৮৪৯সালে ১১ই জুলাই) প্রথম সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত quz
- ‘আনারস’ কবিতায় ১১৬ টি লাইন রয়েছে।
- সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত এই কবিতাটির শেষে কবি রঙ্গ করে নিজের নামের পরিবর্তে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখেছেন -"HLMjke Beip'z
- ‘আনারস’ সম্পর্কে লোকসমাজে প্রচলিত ধাঁধা -
“বন হোতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপোর শোভে, মাথায় ভিতর।।”
[ড. আশুতোষ ভাচার্য বাংলা লোক সাহিত্য]

❖ উল্লেখযোগ্য পুঙ্ক্তি :

- রূপের সহিত গুণ সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে ত্রিভুবনময়।।
- Dov nfijm l f QrNjuz
নীলকান্ত মনিহার চাঁদের গলায়।।
- তিন লোক জয় করে তব আশ্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন।।
- যুবতী অধরামৃত যুবকের কাছে।
- হরিনাম সুধা তুমি বৃদ্ধের কাছে।
- ত্রিজগতে তবগুণে বাধ্য আছে সব।
fjkeLp fje Ld fZ kju phzz
- রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা।
ej-ej-রস শ্রেষ্ঠ তুমি তোমার প্রণাম।।

ঢেব্বি-ফল

কবি ঈশ্বরগুপ্তের পৌষ পার্বনের দিনে হিন্দু সংসারের একটি চিত্র তুলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে নারীদের ব্যস্ততা তার মধ্যে পৌষ পার্বনের পিঠা পুলির বন্দোবস্ত করা স্বামীর প্রতি কর্তব্য, ছেলেপিলেদের প্রতি কর্তব্য সংসার কলহ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবি তুলে ধরেছেন। বিশেষত নারীদের জীবন প্রণালী নারীদের সংসারের প্রতি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাকে সুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

- ঢেব্বি-পুলি কবিতাটির মোট লাইনের সংখ্যা ১৫২।
- কবিতায় তুক তাক মন্ততন্ত্র এর কথা উল্লেখ রয়েছে।
- কবিতায় গঙ্গাজলের উল্লেখ রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা।।
- কি বলিব বাপ মায়, কেন দিলে বিয়ে।
এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্না নিয়ে।।
- আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলির অশেষ ফল।।
- al|ef l|je| ka, HLæ qCu|z
তামাসা করিছে সুখে, জামাই লইয়া।।
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাজে মাজে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক।।

Sub Unit - 2

জর্জের কবিতা (1828-1873)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রিঃ ২৫শে জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
 ঐ পিতা রাজনারায়ন দত্ত পেশায় ছিলেন সম্ভ্রান্ত আইনজীবী, মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে তাঁর লেখাপড়া। ১৮৪৩ খ্রিঃ
 বিলেতে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি ‘মাইকেল’ নামধারী হন। ছাত্রজীবনে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় Captive Lady Hw
 Vision of the Past। ইংরেজী সনেট-এর অনুসরণে বাংলায় ‘Oa&hfc& L&ha;hm& I0e;I f&b; L&a&U a;I Oa&hfc&
 কবিতাবলী তাঁর প্রতিভার অনন্য কৃতিত্ব। ১৮৭৩ খ্রিঃ ২৯শে জুন মহাকবির প্রয়াণ ঘটে।

❖ abf x

- ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ ১৮৬১ (প্রথম খন্ডের (১ম - 5j pN) fL;inL;im 4C S;e&u&I, 1861 M& ö&e;h;I, &a&u
 খন্ডের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রিঃ মারামা&I, L;ih&I I0e;L;im f;u 1 hRI)
- মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডের আখ্যানপত্রে কালিদাসের ‘রঘুবংশম’ থেকে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে
 সেটি হল-

“কৃতবাগদ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
 মনৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রসেবাশ্চি মে গতিঃ।।”

[‘রঘুবংশম’ প্রথম সর্গ, ৪র্থ শ্লোক]

- মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গের রচনাকালের মাঝখানে ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক রচনা করেন।
- মেঘনাদবধ কাব্য একটি সাহিত্যিক মহাকাব্য।
- মেঘনাদবধ কাব্যের ১ম খন্ডের তৃতীয় সংস্করন প্রকাশ পায় ২১শে আগস্ট, ১৮৬৭ খ্রিঃ।
- মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করন দুই খন্ডে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনা fL;ina qu 1j Mä 1269 J
 &a&u Mä - ১২৭০ সালে প্রকাশ পায়।

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য x

- “চিনাবাজারের সামান্য শিক্ষিত সুদীপ্ত মেঘনাদবধ পড়ে আনন্দ পেয়েছিলেন।”
 [নগেন্দ্রনাথ সোম ; মধুস্মৃতি]
- “কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবনের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা h;ij;h;id i jh
 চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহার ও শাসন ভাঙিয়াছে। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবন ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া
 উঠিয়াছে।বিদায়কালে কাব্যলক্ষী নিজের মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।”
 [Ih&c&I;b W;L;I]
- Michael began with an epic but in a lyric ; Or it may be said of him what point.
 Saintsbury says of Milton, that he was the greatest in the lyric in his epic.
 [হরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত]
- ‘মধুসূদন কিন্তু এ কাব্যকে মহাকাব্য বলেননি, তিনি বলেছিলেন ‘epicling’ অর্থাৎ ছোটো মাপের মহাকাব্য’-
 [নগেন্দ্রনাথ সোম ; মধুস্মৃতি]

প্রথম সর্গ (অভিষেক)

প্রথম সর্গের প্রারম্ভে কবি ‘বীণাপানি’ ও ‘কল্পনা’ দেবীর বন্দনা সংগীত উচ্চারণ করেছেন। রাম সৈন্যের সঙ্গে সৈন্যের যুদ্ধের পশ্চাৎপটে লক্ষ্মীপতি রাবণের রাজসভার দৃশ্য সেখানে উন্মোচিত। ভগ্নদূত মকরাস্ক চিত্রা%c| fē hē hīy| jāf pwhj c রাবণকে দেয়। রাবণ মেঘনাদকে যুদ্ধের জন্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন।

- বীরবাহুর মায়ের নাম চিত্রঙ্গদা, তিনি গান্ধর্ব কন্যা।
- বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ যে ভগ্নদূত রাবণকে দিয়েছিল তার নাম মকরাস্ক।
- জনদেবতা বরুনের স্ত্রী হল বারুনী। বারুনীর সখী হল মুরলা।
- বারুনীর নির্দেশে সখী মুরলা ‘রমা’; ইন্দ্রি; রাজলক্ষীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন যুদ্ধের বার্তা শোনার জন্য।
- মেঘনাদের প্রমোদ কাননে রমা মেঘনাদধাত্রী প্রভাষার Rদ্রবেশে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ দান করেন।
- রাবণ প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিকুন্তিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেন।
- Ij; fi; jō; ছদ্মবেশে মেঘনাদকে বীরবাহুর সংবাদ দেয়।

❖ উল্লেখযোগ্য পুথক্তি x

- ‘সন্মুখ সমরে পড়ি, বীর - 0s; j tē
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে....।’
- ‘থানা দিয়া পূর্ব দ্বারে, দুর্বীর সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে,
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
- "d p%cl j; m; BtS পরিয়াছ গলে,
প্রচেত ! হা ধিক ওহে ছলদলপতি!’
- ‘যথায় কমলালয়ে , কমল-আসনে
বসনে কমলময়ী কেশব - h; pē;.....z’
- "fj; c; - Lh-রোদন! প্রতি গৃহে কীদে
fēqfē; j; a; c; a ; f; aqfē; paf !’
- ‘ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি
বৈধেছ যে দৃঢ় বাঁধে কে পারে খুলিতে’
- ""l; rp - Lh - শেখর তুমি , বৎস ; a; j
l; rp - Lh i l; pz’’
- "".....hēd h; j j; f; a; z.....
কে কবে শুনেছেলোক মরি পুনঃ বাঁচে?’’
- "".....Ncl n% d; ō; a; l; k; b;
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
ঈচ্ছা তব, বৎস আগে পূজা ইষ্টদেবে.....।’’

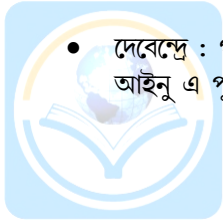
ঐশ্বর্য পট্ট(আমি)

এই সর্গে দেখতে পাই, সর্গের দেবদেবীগন রামচন্দ্রকে প্রতক্ষ্যভাবে লঙ্কাসমরে সহায়তা করছেন। রক্ষসরাজ রাবণ যেদিন বীরকেশরী মেঘনাদকে সৈন্যপত্যে বরণ করলেন সেদিন রাত্রিতেই রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ কে নিপাতিত করবার জন্য স্বর্গলোকে চলছিল দেবদলের ষড়যন্ত্র। ভক্তদ্রোহিনী রক্ষসকুল রাজলক্ষীর প্ররোচনায় দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপত্নী শচীদেবী কৈলাসে মহাদেব-পার্বতীর সন্নিধানে গেছেন ; দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য পার্বতী মোহিনী মূর্তি ধারণ করে মীনকেতন-সমভিব্যাহারে যোগসনশৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের তপোভঙ্গ করেছেন ; পার্বতী মোহিনীরূপে আবিষ্টি হয়ে মহাদেব ইন্দ্রজিৎকে পত্নীকে জানিয়ে দিয়েছেন। তারপর লাক্ষ্মী শক্তীশ্বরী মায়াদেবী ও বিভীষনের সহায়তায় নিকুন্ঠিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদকে দেবী অস্ত্রনিষ্ক্ষেপে ভাস্করের মতো হত্যা করেছেন।

- দেবসভায় নৃত্য পরিবেশন করে উর্বসী রম্ভা, চিত্রলেখা, ও মিশ্রকেশী এই চারজন অপ্সরা
- দেবসভায় ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীতে সঙ্গিত পরিবেশিত হয়েছিল।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি X

- Ru i;N j i;N af / Ræn i;Nef pq ; Bp BI i;Nmi / p%az
- একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে ; আর বীর যত, পুত্র এ সমরে।



Text with Technology

- দেবেন্দ্রে : গন্ধর্বকুল আমার অধীনে
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।

চতুর্থ সর্গ (অশোকবন)

এই সর্গের প্রথমে বাল্মীকিকে হত্যা করেছেন। অতঃপর তিনি শ্রীভর্তৃহরি, ভবভূতি এবং মহাকবি কালিদাসকে ঐ সর্গ করে তাঁদের মতো খ্যাত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। বন্দি সীতার সঙ্গে বিভীষণ পত্নী সরমার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। মারীচ মায়ামৃগ রূপে সীতাকে প্রলুব্ধ করলে, রামচন্দ্র সীতার মনোবাসনা পূরণ করবার জন্য তাকে ধরতে পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু ধরতে ব্যর্থ হয়ে কঠিন শরে তাকে বিনষ্ট করেন। মরনকালে মারীচ রামের স্বর নকল করে আত্ননাদ করে। তাতেই সীতার অনুরোধ ও গঞ্জনায় লক্ষন রামের সাহায্যার্থে বনে গমন করেন সেই অবকাশে জটাজুট যোগীর ছদ্মবেশে রাবণ সীতাকে হরণ করে।

- সীতা স্বপনে রাবণানুজ কুম্ভকর্নের মৃত্যু দর্শন করেছিলেন
- বিভীষনের স্ত্রী সরমা গন্ধর্বরাজ শৈলুসের কন্যা।
- মূলত এই সর্গে বন্দি সীতা ও বিভীষণ পত্নী সরমার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- ‘কীর্তিবাস ; কীর্তিবাস কবি / এ বৎস! Am̃j!'
- “বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি!
Bfœ খুলিয়া আমি ফেলাইনু দুরে. . .।”
- “পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, বৈশ্বনে বর্ণিব. . .।”
- “IjSjI eœcef Bôj, IjS-Lh-hdœ
তবু বদ্ধ কারাগারে! কাঁদিনা রূপসী ;”



পঞ্চম সর্গ (উদ্যোগ)

কবি লক্ষণকে নানারূপে বিভীষিকা ও প্রলোভনের সন্মুখীন করেছেন। ইন্দ্রজিৎ হত্যার বিধান বা কৌশল মায়াদেবী লক্ষণকে বলে দেন। মায়াদেবীর নির্দেশে স্বপ্নাদেবী জননী সুমিত্রার বেশে লক্ষণকে স্বপ্নাদেশ দেন লক্ষার উত্তর দ্বারে বনের মধ্যে যে সরোবর আছে সেখানে একাকী গমন করে, সেই সরোবরে স্নান করে সরোবরের কূলে অবস্থিত চন্ডীর মন্দিরে নানাবিধ ফুলে দেবী চন্ডীর পূজা করা। তাঁর প্রসাদেই লক্ষণ মেঘনাদকে বধ করতে সক্ষম হবে।

- দেবগন কতৃক মেঘনাদ বধের উদ্যোগ এই পঞ্চম সর্গের মূল বিষয়।
- লক্ষণের যে বিভীষিকার সন্মুখীন হয়েছিল সেগুলি হল-
L) f b j - বিরূপাক্ষ মহাদেব-ধর্মে সাক্ষী মেনে লক্ষণ তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন ; নতুবা পথ ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। চন্ডী লক্ষণের প্রতি প্রসন্ন হওয়ায় মহাদেব তার পথ ছেড়ে দেন।
M) a a u - j j u j p w q -মায়ী সিংহ লক্ষণের পথ রোধ করলে লক্ষণ জয় রাম বলে অসি নিক্ষেপন করায় ভীত হয়ে মায়ী সিংহ পথ ছেড়ে দেয়।
N) a a u - a j m Ts-h S f h c f v p q f h m j j u j Ts z
O) a a u - c j h e m - মায়ী দাবানলে চারিদিকে অগ্নিময় নরক সৃষ্টি হল।
P) f' j - p p h c l f -সন্তোষ সুখের জন্য লক্ষণকে আমন্ত্রণ জানালে লক্ষণ তাদের মাতৃসমা বলে সীতা উদ্ধারের প্রার্থনা করে।
- লক্ষণ নীলোৎপল দিয়ে দেবী চন্ডীর পূজা করে।
- মহামায়াদেবী লক্ষণকে নিকুন্ডীলা যজ্ঞগারে প্রবেশের আদেশ দেন।
- f j h m j j - ইন্দ্রজিৎ নিকুন্ডীলা যজ্ঞগারে যাওয়ার আগে জননী মন্দোদরীর আশীর্বাদ নিতে মাতৃসদনে গমন করেন।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- "l a e - p n h j h i j a e h s m
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবিকর জলে . . .।"
- "m i l f S -রবি যাবে অস্তাচলে!"
- ' . . . উঠ, বৎস পোহাইল রাত।
লক্ষার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে . . . z'
- "শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর !" কহিল আকাশে
আকাশে - p n h j h i e f . . . z''
- "L q m j h e l L f l ; f j h L b j o j d ,
এ বৃথা বিলাপ; মাতঃ, কর অকারণে !
নগর তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব . . .।"

oü pM(hd)

রামচন্দ্র সর্প ও ময়ূরের মায়াযুদ্ধ চাক্ষুষ করেছেন। মায়াদেবীর অনুগ্রহে বিভীষনসহ লক্ষণের তস্করের মতো অদৃশ্যভাবে নিকুন্তিলা যজ্ঞগারে মেঘনাদ বধের ঘটনা এই সর্গের মূল বিষয়। ইন্দ্রজিৎ হত্যার পূর্বে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলি হল রাবণের স্বর্গমুকুট মাথা থেকে খসে পড়ে; স্বর্গ-j aHপাতালে জীব সকল প্রমোদ করছিল। ভীত লঙ্কেশ্বর মহাদেবকে স্মরণ করে না। প্রমীলার বাম চক্ষু নেচে উঠে, আত্মবিস্মৃতিতে প্রমীলা তার সিঁথির সিন্দুর মুছে ফেলে, এবং রানী মন্দোদরী মুচ্ছা যায়।

- নিকুন্তিলা যজ্ঞগারে ইন্দ্রজিৎ লক্ষণকে লক্ষণের বেশ-ধারী বৈশ্বানর বলে মনে করেছিল।
- মেঘনাদ বিভীষণকে ভাষনা করে।
- m^i| f^SII BÜচলে যায় এই দৃশ্যেZ

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি X

- “..হায় রে কেমনে - / যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি উর্ধ্বশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ু বেগে
প্রাণ লয়ে; দেব নয় ভস্ম যার বিষে ; -”
- “নাহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভৎস মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম দোষে , হায় ; মজাইলা
H LeL-m^i |Sj, j(Smj Bfë !”



Teachinns
Text with Technology

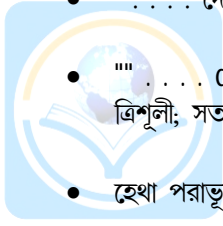
সপ্তম সর্গ (শক্তি নির্ভেদ)

রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তিশৈলাঘাতে বিগতচেতন লক্ষণের পতন এই সর্গের বর্ণিত বিষয়। রাবণ লক্ষণের দেহ ধরতে গেলে বীরভদ্র তাঁকে শিবের নির্দেশ জানিয়ে নিবৃত্ত করলেন লক্ষাপতি নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

- রাবণের চতুরঙ্গ সেনানীর প্রধান চামর। QaX% qm - l bfl; qef, qUfh; qef, Anh; qef, fc; aLz
- রথী বাহিনীর প্রধান উদগ্র। গজবাহিনীর প্রধান বাস্কল। অশ্ববাহিনীর প্রধান অসিলোমা এবং পদাতিক বাহিনীর প্রধান হল Hs; m; rz
- রাবণের যুদ্ধযাত্রায় যে সমস্ত রণবাদ্য বেজে উঠেছিল, সেগুলি হল - ভেরী, তুরী, দুন্দুভী, দমামা।
- রামচন্দ্রের নির্দেশে সাড়া দিয়েছিল যারা - সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, হনুমান, জাম্বুবান, শরভ এসে উপস্থিত হন।
- রাবণে যুদ্ধযাত্রায় সৈন্য দলের ব্যবহৃত অস্ত্র - শেল, শক্তি, জাটি তোমর, ভোমর, শূল মুষল, মুদগর প-n e; l; Q,
- মহাশক্তি অস্ত্র হেনে রাবণ লক্ষণকে প্রাণহীন করেন।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- “ ছদাবেশে পশি / নিকুন্তিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি, কেশরী।”
- “ দেহ পদধূলি / জননী ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে -”
- “ q; u; fl; c; ; ' p w q; l f
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে।
- হেথা পরাভূত যুদ্ধে; মহা-অভিমাণে / সুরদলে সুরপতি গেল সুবপুরে।”



teachinns
Text with Technology

অষ্টম সর্গ (প্রেতপুরী)

মহাশক্তি অস্ত্রে নিহত লক্ষণের শোকে ভক্ত রামচন্দ্রের বেদনা অনুভব করে বিষন্ন গৌরী মহাদেবের প্রতি আভিমানী হলে মহাদেব গৌরীকে লক্ষণের পুনর্জীবনের উপায় জানার জন্য প্রেতপুরীতে গমন করেন। শিবের ত্রিশূলের সহায়তা নিয়ে মায়া রামচন্দ্রকে তমসাময় প্রেতপুরীতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় মহাদেবের ত্রিশূল প্রেতপুরীতে অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। প্রেতপুরীতে পরিখা রূপে বৈতরনী নদী প্রবাহিত। বৈতরনী নদীতে রামচন্দ্র যে সেতু প্রত্যক্ষ করেন তা কামরূপী সেতু। ধর্মপথগামী ব্যক্তির সেতু পথে উত্তর পশ্চিম ও পূর্বদ্বারে যায় এবং পাপী যারা তার নদী সাঁতারে যমদূতের আসহ্য পীড়ন সহ্য করে নদী পার হয়। বৈতরনী সেতুর নিকটে রামচন্দ্র যমদূত দণ্ডপানিকে প্রত্যক্ষ করেন। প্রেতপুরীর দক্ষিন দুয়ারে চুরাশি নরক বর্তমান। যে ব্যক্তি পরধন হরণ করে, যে বিচারক অবিচার করে যে সমস্ত প্রাণী মহাপাপী তারা নরক ভোগ করে আবার তপ্ত তেলে পাপীদের নরকে ঝেঁজে অর্থাৎ বিভিন্ন পাপের ভিন্ন ভিন্ন সাজা রামচন্দ্র দেখেছেন।

- রৌরব হ্রদ - জল রূপে এই অগ্নি প্রবাহিত হয়।
- Lfifl - তপ্ত তেলে যমদূত পাপীদের এই নরকে ভাজে।
- প্রেতপুরীতে রামচন্দ্রের সঙ্গে যে প্রেতের দেখা হয়েছিল তার নাম - jil
- পিলাপবন সেখানে প্রেতেরা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা ও কান্নাকাটি করে যে যার নরকে ফিরে যায়।
- প্রেতপুরীর পূর্বদ্বারে পতিসহ পতিপরায়না নারীগণ বাস করেন।
- উত্তর দুয়ারে সনুখ সমর যে সমস্ত বীরেরা মৃত্যুবরণ করে তাদের বাস।
- যমরাজ দশরথকে লক্ষণের প্রাণদানের উপায় বলেদেন।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি X

- কহিলা বিষাদে মায়া রাঘব সম্ভাষি -
“রৌরব এ হ্রদ নাম öe lOje,
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুঃস্বপ্নিত,
তার চিরবাস হেথা . . .”
- ‘. . . এই প্রেতকুল, শুন রঘুমনি,
নানা কুন্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপ নীরবে।’
- “ . . . পশ্চিম দুয়ারে / বিরাজেন রাগ ঋষি রাজ ঋষিদলে”
“কীর্তিমান! বংশ মম উজ্জ্বল ভুতলে / তবগুনে গুনিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ / স্বর্নগিরি”
- “পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে-”
- “বিদায়ি ছটায় শূলে, চলিলা একাকী
- - - - -
বৈতরনী নদীতীরে, পীযুষ সলিলা / এ ভূমে ;”
- “অন্ত্যোষ্টি ব্যতীত / নাহি গতি গতি এ নগরে হে বৈদেহীপতি”
- “হায় রে বিধাতঃ / নির্দয় ; সৃজিলি কিরে আমা সবাকারে এই হেতু - - z”
- “চল, রথি, চল দেখাইব / কুস্তিপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে / পাপীবৃন্দে যে নরকে --z”

ehj pM(pwteu)

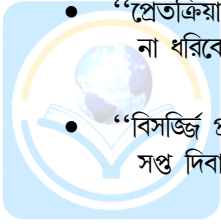
মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রমীলার সহমরণই সংক্ষিয় পর্বের বিষয়। রাবণ ইন্দ্রজিতের অন্ত্যেষ্টি জন্য সচিব শ্রেষ্ঠ সারণ রামচন্দ্রের কাছে সাত দিন যুদ্ধ বিরতি প্রার্থনা করেন। ত্রিছটা রাক্ষসী অশোক কাননে সীতাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে চেড়ীদল মিলে তার ক্রোধ হরণ করে। সতী হওয়ার পূর্বে প্রমীলার শেষ ইচ্ছা সখী বাসন্তী যেন দৈত্যদেশে ফিরে গিয়ে পিতা মাতার কাছে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জনের সংবাদ দান করেন। রামের নির্দেশে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অঙ্গদ এক হাজার সৈন্যসহ যোগ দান করেছিলেন। আকাশের দেবদেবীগণ তার সাক্ষী রইলেন। চিতার আগুন দুধ দিয়ে নেভানো হয়েছিল এবং মেঘনাদের চিতার স্থলে রক্ষঃ শিল্পী মিলে গগনচুম্বী মঠ নির্মান করে।

- দুর্গার অনুরোধে শিব শ্রীরাম-লক্ষণকে ক্ষমা করেন।
- অগ্নিদেবকে অগ্নিশুদ্ধ করে দূত মেঘনাদ-প্রমীলাকে দিব্যরথে স্বর্গে আনয়নের নির্দেশ দেন।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি X

- “কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়ার সংসারে,
রাজেন্দ্র? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি - - -Z”
- “বিধির বিধি কে পারে খন্ডাতে?”

- “প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষস দেশে।”
- “বিসর্জিত প্রতিমা যেন তশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।”



Teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 3

সাধের আসন ঐক্যময়ী কল্যাণ

বাংলা কাব্যের নব যুগে প্রকৃতির নতুন পরিচয়ের একদিক যেমন মধুসূদনের রূপ পেয়েছে। তেমনি ওর বিপরীত ধর্মী আর HLV; ৫L ঐক্যময়ী Ecqaz ৫aEC fbj pjbL Nka Lhl i মিকায় প্রতিষ্ঠিত। বিহারীলাল কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের আবসান ঘটিয়ে তাঁর কাব্যে রোমান্টিকতার জয় ঘোষণা করেছেন। তিনিই প্রথম গীতি কবিতার প্রতি সর্বাত্মক ভাবে আকৃষ্ট হন এবং আত্মভাব উদ্বোধনের চেষ্টা করেন।

রোমান্টিক গীতিকবিতার যৌবনমুক্তি বিহারীলালের হাতেই। জনাকীর্ণ জীবনের সংগ্রামরত বাংলার কাব্যভাবনার জগতে মন্য কল্পনার প্রথম সংবাদ বিহারীলাল মৃদুকণ্ঠে বহন করেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগুরু বিহারীলালকে ‘ভোরের পাখি’ আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। অন্য দিকে ‘নব্য ভারত’ পত্রিকায় ‘কবি বিহারীলাল’ প্রবন্ধে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন “‘ধ্যানই এই কবির কবিত্বের প্রান, পরমাত্মা’। অর্থাৎ গীতিকবিতার যে ধ্যানময়তা থেকে জাত তন্ময়তা তা তাঁর গীতিপ্রাণ তাকে যে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে (৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪২ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলে কবি বিহারীলালের জন্ম। বিহারীলাল এই নামটি সম্পর্কে সুকুমার সেন তাঁর ‘বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস’এ (দ্বিতীয় খন্ড) লিখেছেন, “‘ইনি স্বাক্ষর করিতেন, ‘বেহারীলাল’। বস্তুত নামটি বেহারীলাল চক্রবর্তী হওয়া উচিত। সাধুভাষার খাতিরে (এবং রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন বলিয়া) আমরা ‘বিহারীলাল’ লিখিয়া আসিতেছি’”

❖ abf x

- ঐক্যময়ী কল্যাণ ৫faI ej - দীননাথ চক্রবর্তী। ইনি পৌরোহিত্যের কাজ করতেন।
- বিহারীলালের পিতৃব্য দ্বারকানাথ চন্দ্রোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫nrLz
- বিহারীলালের বংশের প্রকৃত উপাধি চন্দ্র-fjdfuz
- দেবনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিহারীলালের সংস্কৃত শিক্ষক এবং রামকমল ভ-jQkl J Lo-Ljm i -াচার্য ছিলেন ইংরেজি শিক্ষক।
- ১৮৫৪ খ্রিঃ কবির প্রথম বিবাহ হয় অভয়া দেবীর সঙ্গে এবং ১৮৬০ সালে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। কাদম্বরী দেবী ছিলেন নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা।
- ঐক্যময়ী কল্যাণ f#jae যুগের বাংলা সাহিত্যের দশরায় ও ঈশ্বরগুপ্তের ভক্ত পাঠক ছিলেন।
- বিহারীলাল চক্রবর্তী কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-
L) ‘পূর্ণিমা’ ১৮৫৯ খ্রিঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন।
M) পূর্ণিমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যোগেন্দ্রনাথ cjp ঘোষের সহযোগিতায় ‘সাহিত্য pweqT’(1860) j j#pL f#eLj fLjn fjuz
N) ১৮৭৬ খ্রিঃ বিহারীলালের বন্ধু ড. যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ‘অবোধবন্ধু’ (নবপর্যায়) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে (সম্ভবত ১২৭৬ সাল) বিহারীলাল এর সম্পাদক হন। অর্থাৎ ৩ বছর পর (১৮৭০) পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।
- "অবোধবন্ধু" (পত্রিকাতে) প্রকাশিত বিহারীলালের কবিতা ‘বালক’ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল।

❖ Lihenê Úx

- 21

❖ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য x

- “কবি বিহারীলালের হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিতা” [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- “বিহারীলাল যত বড় ভাবুক ছিলেন তত বড় কবি ছিলেন না।” [Ih8C&ib WjL4]
- “সারদা এক এবং অদ্বয় সে কবি হৃদয়ের গভীর Ae† al Efl flaua Hhw ct 0n4p”-

[nnfi öe c;n...Ç "p;l cij %m' Ljhé pÇfL]

- “বিহারীবাবু সর্বদাই কবিত্বে মশগুল থাকিতেন; তাঁহার হাড়ে হাড়ে প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত ; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কবি ছিলেন।” [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]
- "" ‘সাধের আসন’ কবির আত্মজৈবানিক রচনা। অবশ্য গীতি-কবিতার মধ্যে সর্বদাই আত্মজৈবানিক উপাদান থাকে।” [আলোক রায়]
- “বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হইতে পারে নাই ; তাঁহার কাব্য তত্ত্বরসের (মিষ্টসিঁজম) আধার হইয়া আছে - সে রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই। তাই তিনি প্রকৃত কবি না হইয়া মিষ্টিক হইয়াই রহিলেন।”

[মোহিতলাল]



teachinns
Text with Technology

সাধের আসন (১৮৮৯)

- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী স্বহস্তে একখানি আসন নির্মাণ করে কবিকে উপহার দেন। এই উপলক্ষে ‘সাধের আসন’ রচিত হয়।
- “সারদামঙ্গলের পরিপূরক কাব্য হল ‘সাধের আসন’ ”
- “ ‘সাধের আসন’ কাব্যটি রচনার পশ্চাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর অনুরোধ ও প্রেরনার কথা বিহারীলাল কাব্যের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার ‘সারদামঙ্গল’ পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম ‘সাধের আসন’। সাধের আসন অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া সারদামঙ্গল হইতে এই শোকার্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

“হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে

তুলু তুলু দুনয়নে

বিভোর বিহুল মনে কাঁহারে ধৈয়াজ?”

- ‘সাধের আসন’ ১২৯৫ ফাল্গুন থেকে ১২৯৬ সালের j i 0 j i p f k l j ' 4 0 p n n j i m ' f a e L j u f L i n a q u , h i d L A w n " f e f f ' f a e L j u f L i n a q u z f b j p n n (17-২৮ শ্লোক বাদে) - j i m ' , g i n n e 1295
 a a f u p n n - j i m ' , ° 0 a e 1295 [প্রসঙ্গত উল্লেখ্য
 a a f u p n n - j i m ' , ° h n j M - ° S f u 1296 j i m ' W i L i c i p
 Q a b n p n n - মালঞ্চ, পৌষ-মাঘ ১২৯৬ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত পত্রিকা]
- এই কাব্যে মোট ১০ টি সর্গ ৫টি গান আছে। এছাড়া এই কাব্যের শেষে উপসংহারও শান্তিগীত সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ‘সাধের আসন’ কাব্যের সৌন্দর্য লক্ষ্মীর উপর দেবী ভাগবতের চর্চিত্র আরোপিত হয়েছে।
- চতুর্থ সর্গে নন্দন কাননের স্বপন দেখার সময় হঠাৎ কৃষ্ণ যশোদার বাৎসল্য রসের আগমন ঘটেছে।

❖ Nje x

গানের পটভূমিকা	গানের এজ	I;Nef	a;im	গানের স্থান	fbj m;Ce	শেষ লাইন
1	DLæI Næa	L;im;w;si	T;ifa;im	৮ম সর্গের শেষে	মধুর মধুর তোর রূপ k;ij ef	BL;in f;ia;im HL;L;il HL;DLef
2	*	m;ma	L;š;u;imf	নবম সর্গের সূচনা	প্রান কেন এমন করে, (B;jiI)	DL S;te DL B;ji je ভরে
3	*	m;ma	L;š;u;imf	দশম সর্গের সূচনা	আহহ! সন্মুখে সুমঙ্গল HL!	দেখি দাঁড়াও নয়ন ভোরে দেখি!
4	শোক সঙ্গীত	*	*	উপসংহারে শেষে	ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে, উল্লেখ নেই	মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রানে।
5	n;C;Næa	m;ma °i lh	তেতলা	কাব্যের শেষে	প্রেমের সাগরে ফুলতরনী	DL h;L;h;L e;me!

pNN পটভূমিকা	L;ha;I ej	Uhl	fbj m;Ce	শেষে লাইন
1j pNN	j;d#f	30	‘ধেয়াই কাহারে দেবী নিজে B;ji S;te ej’z	মানব মনের a;ij Ec;I p;jez <u>সংস্কৃত শ্লোক</u> ‘যা দেবী সর্বভূতেশু কান্তি রূপেন p;w;U;h; ej U’p;f ej U’p;f নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।’
2u pNN	গোধূলি, নিশিথে	৬+১৫ মোট - 21	সুশান্ত গোধূলি বেলা।	বল গো মা বল বল, কর তুমি LI;ej!
3u pN	f;I ja J যোগেন্দ্রবালা	৭+৯ মোট - 16	j;d#, j;d#, B;q, কে ললিত গায় রে!	সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি I;p; f;uz
4b;npNN	e;ce L;jee	25	C;N;L;mm;V-পটে সাধের নন্দন he	দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ- ভোলা নয়নে।
5j pNN	Aj I;ha;f প্রবেশপথ	16	C;fb-প্রান্তভাগে ওই কি Aj I;ha;f?	দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ- ভোলা নয়নে!
6j pNN	কে a;ij?	23	কে ওই, আসিছে পথে! পারিজাত পুষ্পরথে;	দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন!
7j pNN	j;u;	33	একি, একি, একি মায়া সম্মুখে j;ehf L;u;	দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগেভোলা নয়নে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুথি x

- ধেয়াই কাঁহারে দেরি! নিজে আমি জানিনে
Lðh ...l! h;imðLl ধ্যান ধনে চিনি। [1j pN]
- ভোরে শুকতারা রানী কি যেন দেখায় আনি
বুঝিতে পারিনা, শুধু আঁখি ভরি দেখি তয়। [1j pN]
- pmfam pjflZ, কোথা ছিল এতক্ষন?
Sðim nlf je, SðjCm dleð,
ফুটিল গোলাপ ফুল, খমাইল নলিনী। [2u pN]
- চলে মেঘ সারি সারি, ...ðs ...ðি পড়ে বারি,
LeL-বরনী উষা লুকাল কোথায় রে! [3u pN]
- কবে মন-jð Ljlf Lðfal! pjð pjð,
দাঁড়ায়েছে অতিথির পুরাইতে কামনা! [4bNpN]
- মহেশের দেবত্র গানে যান ব্যোম গঙ্গানানে।
'হর হর মহেশ্বর!' উঠিছে শঙ্কর স্বর। [5j pN]
- কেন পতিরতা মেয়ে! আমারও পানে চেয়ে
করুন নয়নে তব ভরিয়া অসিল জল? [6j pN]
- কি দেখে আমার মুখে মায়ে বিরে হাস সুখে?
অতিথিজনের প্রতি কৃপা বুঝি হয়েছে? [7j pN]
- fðæj Llejuð দিলে পুত্র ইন্দ্রজয়ী
lOðw-প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে। [7j pN]

fbj pNÑ(j;d#)

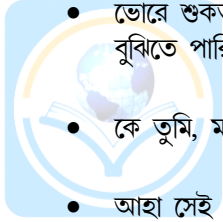
কাদম্ব দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাধের আসনের আসন পেতেছেন কবি। কবি নিজেও জানেন না তিনি কার ধ্যান করছেন। কবি তার স্বপ্নরূপিনীকে যুবতী সতীর সাথে তুলনা করেছেন। কবি মনে করেছেন এই স্বপ্নরূপিনীই হয়তো আমাদের জননী পিতা স্ত্রী বন্ধু। তাই কখনো তিনি স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, রস-এর সম্বন্ধে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছেন। কবি মহামায়ারূপী সৌন্দর্যের ভাবে ধাক্কা। আর তাকে লাভ করতে চান কবি, প্রভৃতি বিষয় এই স্বর্গে স্থান পেয়েছে।

- এই সর্গের স্তবক সংখ্যা ৩০টি
- স্বপ্নরূপিনীকে সতীর সঙ্গেও বিশ্বরূপিনীকে মা রূপে সঠোদন করেছেন।
- এই সর্গের সংস্কৃত মন্ত্র -

“যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তি রূপেন
pWUñj ej Û°pē ej Û°pē
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।”

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- ধেয়াই কাঁহারে, দেবি! নিজ আমি জানিনে
কবিগুরু বাল্মীকি ধ্যান ধনে চিনিনে।
- ভোরে শুকতারা রানী কি যেন দেখায় আনি
বুঝিতে পারিনা, শুধু আঁখি ভরি দেখি তায়।
- কে তুমি, মা কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাষিতা?
- আহা সেই রক্ত রবি; তোমারি পদাঙ্গ-রঙ! জগতে কিরন দেয় তোমারি কিরনে।



Teachinns
With Technology

দ্বিতীয় সর্গ (গোধূলি নিশীথে)

সর্গটি শুরু হয়েছে সূর্যের অস্ত যাওয়ার বর্ণনা দিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে চাঁদ; তারা ফুটে উঠেছে। মায়ের কোলে বসে শিশু সেই দৃশ্য দেখেছে। মাতৃ বন্দনা করেছেন কবি। তাই কবি এই সর্গে বলেছে - দাঁড়াও সৌন্দর্যময়ী মা আজ তোমার চরণ ধরে সুশীতল অশ্রুজলে ধুয়ে তোমাকে পূজা করব। প্রাণের যত সাধ আছে এই মিটিয়ে নেবেন কবি।

- মনথরগামিনী মানে ধীর গতিতে।
- মোট স্তবক সংখ্যা ২১ (গোধূলি-৬, নিশীথে-১৫)
- গোধূলি ও নিশীথে দুটি কবিতা রয়েছে

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি² x

- বসিয়া মায়ের কোলে আদর করিয়া দোলে
আকাশের পানে চায় তারা ফোটে দেখিতে
- pñlam pjñle, কোথা ছিল এতক্ষন?
Sñjm nññ je, Sñjm dñef
- হৃদয় আজি রে কেন আকুল হইল হেন!
কতকাল দেখি নাই মায়ের স্নেহের মুখ;
- BS Bjñl öi ðce ঘটিয়াছে ভাগ্যধীন
পুরাব প্রাণের সাধ জুড়াব তাপিত মন।



Teachinns
Text with Technology

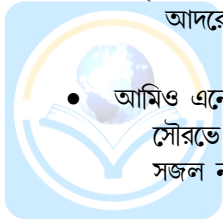
অমৃত সাগর (প্ৰাণ)

ভোৱেৰ আগমন ঘটে। ফুলৱানী যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। চাৰিদিগ পাখিৰ গানে আকাশ সুৰময় হয়েছে। সৌন্দৰ্যেৰ ব্যাপ্তি অনুভব কৰেছেন কবি। কবিৰ ইচ্ছা অমৃতময় সাগৰে ভেসে ভেসে নলিনী পদ্মতুলে এসে দেবীৰ পা দুখানি সাজায়। সৌন্দৰ্যেৰ অসীম ব্যাপ্তি অনুভব কৰেছেন যোগেন্দ্ৰবালার মধ্যে। কবিৰ দিব্য দৃষ্টিৰ সন্মুখে সারদা উদ্ভাসিত।

- প্ৰভাত ও যোগেন্দ্ৰবালার নামে দুটি কবিতা
- প্ৰভাত কবিতায় স্তবক সংখ্যা ৭টি এবং যোগেন্দ্ৰবালার এর স্তবক সংখ্যা ৯টি মোট 16৭ ঊহল
- ললিত ৱাগেৰ উল্লেখ রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- উল্লাসে মাঠেৰ কোলে তৃণেৰ তৰঙ্গ দোলে
কাশেৰ চামৰগুলি সোজাগে গড়িৰে যায়।
- Bih Al|e-L|uj দিকে দিকে মেঘমায়া
বিচিত্র মেঘ-মন্দিৰে কাৰ এই ৰূপৱাশি
- অমৃত সাগৰে ভাসি, j t| ½ c q|p q|p
আদৰে আদৰে তুলি, নীম e|me| B|j ,
- আমিও এনেছি বালা! প্ৰেমেৰ প্ৰফুল্ল মালা
সৌৰভে আকুল হয়ে পাৰিনি পৰাতে গায়;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি ৱাঙা পায়।



Teachinns
Text with Technology

কবি নন্দন (Kabi Nandan)

কবি সাধের নন্দন বনকে স্বপ্নে দেখেছেন। যেখানে ফুটে রয়েছে পারিজাত, নীল আকাশে যেন শুকতারা উঠেছে। কবি নিজেই যেন নন্দনবনে ঘুমিয়ে পড়ে ছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখেন আলুথালু বেশে প্রিয়া যেন ঘুমাচ্ছে। প্রিয়ার মুখখানি যেন স্নেহমাখা, ত্রিলোক সৌন্দর্যময়ী। কবি চোখ বুজেও সেইরূপ দেখতে পান। কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সচ্চিদানন্দ বলে মনে করেছেন।

- পারিজাত মানে স্বর্গীয় ফুল।
- ‘কল্পতরু’র (যে স্বর্গীয় বৃক্ষের কাছ থেকে আকাশস্থিত ফল লাভ করা যায়) উল্লেখ রয়েছে।
- এই সর্গের স্তবক সংখ্যা ২৫

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- অপূর্ব সৌরভময় ৗL pM pj f hu!
পুলকিত মনপ্রাণ সাধ যায় দেখিতে
- কিবে মন মু† LIf L0fal! p; ৗL pj ৗL
দাঁড়ায়েছে অতিথির পুরাইতে কামনা!
- ওই চাঁদ অস্তে যায়, ৗhq% m0ma Nju
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি আবসান
- স্মরি সেই ব্রজলাল B0p eVhl Ljmj
ধীর সমীরে
যমুনা তীরে,



Teachinns
Text with Technology

পঞ্চম সর্গ (অমরাবতীর প্রবেশপথ)

কবি বিচিত্র মূর্তি ও উদার জ্যোতিষ্মতী অমরাবতীকে দেখেছেন। শ্রুতিমধুর গান যেন আমরাবতীকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। আর সেই গান শুনে নন্দনবনে দেবদেবীরা মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়েছে এরপর কবি অমরাবতী অবস্থানকারী কন্যাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তারা তাদের নরম হাতে ফুল তোলে, গদগদ ভক্তিভরে লস্যময়ী মুখে মালা গাঁথে চলে।

- ‘কামধেনু’র (ইচ্ছাপূরণ করা গাভী) উল্লেখ আছে।
- এই সর্গের স্তবক সংখ্যা ১৬

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- দু ধারে করিছে খেলা যুথিকা চামেলি বেলা
দু ধারে মন্দার তরু দূরে দূরে দাঁড়ায়।
- eðceŋ aɟŋju চেটে চেটে চুমো খায়;
মানুষের মত আহা চুমো খেতে জানে না!
- মহেশের স্তোত্র গানে যান বোম গঙ্গান্নানে
হর হর মহেশ্বর! উঠিছে শঙ্কর স্বর।
- তোমাদের পানে চেয়ে হৃদয় জড়িত স্নেহে;
চলিতে চলে না পা, চক্ষু ফিরে আসে না।
- যাই, বাছা ফিরে যাই সে কমল কাননে ;
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে!



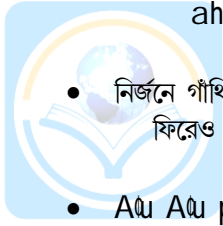
ষষ্ঠ সর্গ (কে তুমি)

এই সর্গে কবিতার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে কখনও উষারূপে আবার কখনও অমরাবতীর পবিত্রতা সতীরূপে দেখেছেন। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে লক্ষ করে কবি মনে এক স্মৃতিপট ফুটে উঠেছে। কিন্তু কবিমনে সেই স্বপ্ন ফুটে উঠে না তার জন্য তিনি আক্ষেপ করেছেন। সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে কবি দুর্গার সাথে তুলনা করেছেন। যাকে বিজয়ার দিনে বিদায় দিয়ে সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার মুখ দেখতে দেখতেই এতকাল পেরিয়ে নতুন কালের আগমন ঘটেছে। এই পথে কবি প্রত্যক্ষ করেন কোন পতিব্রতা সতী নারীকে। অমরাবতীর পথে গিয়েও মতের মানবী বিয়োগ ব্যথা তাকে পীড়িত করেছে।

- এই সর্গে স্তবক সংখ্যা ২৩
- ত্রিতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) এর উল্লেখ রয়েছে।
- ত্রিদিব (স্বর্গ) এর উল্লেখ রয়েছে।
- দেগঙ্গনা (দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) এর উল্লেখ আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- কে ওই আসিছে পথে! পারিজাত পুষ্পরথে;
আগে আগে নভস্থান Nju BNj ef Nje;
- pjd fcahāj pa! সুখেতে রা করগতি!
ah BnLZjVLjAj'a-AđL de
- নির্জনে গাঁথিয়া মালা, পূজিগে যোগেন্দ্রবালা
ফিরেও ফিরিতে নারি, কি যেন আটকে পায়।
- Aŋ Aŋ plua! তব পাদপদ্মে মতি
নির্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন।



Teachinns
Technology

pcj pNŃ(jiu)

কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে এখানে মায়ারূপে কল্পনা করেছেন যিনি তার কেশ পাশ মধুর হাসিতে ভরিয়ে তুলেছে। মায়ের কোলে সেই ভুবনমোহিনী আনন্দে নৃত্য করে। মানব-দানব রাক্ষস সবাই প্রার্থনা করে এ দেবীকে কাছে পেয়েছে, কবি সামান্য মানুষ হয়ে তার প্রার্থনা আজও অসম্পূর্ণ কবির প্রার্থনা পূরণ না হওয়ার মায়ার উদ্দেশ্য বিভিন্ন সম্বোধন করে তার যন্ত্রনার কথা উল্লেখ করেছেন।

- এই সর্গে ৩৩টি স্তবক রয়েছে।
- রাজা দিলীপের নাম উল্লেখ আছে।
- ঐকুল (পিতা, মাতা ও শ্বশুর কল) এর উল্লেখ রয়েছে।
- কপিল বৃড়ির উল্লেখ আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- মায়ে ঝিয়ে হাসিখুসি, j ɛaŋLh; ALmøŋ
দেখিতে দেখিতে, কই কোথায় মিলিয়ে গেল!
- HMe hm ɔL Lɔl হে গোখন-কুলেশ্বরী!
- প্রভাব যে কি বিচিত্র বুঝেছেন বিশ্বামিত্র।
কর গো কাতর প্রতি কৃপাবলোকন!
নিদয় হয়ো না দেবী মায়ের মতন।
- fɪpæ; LI;Zij uŋ দিলে পুত্র ইন্দ্রজয়ী
রঘুবংশ প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে।
- এখনো সে মুখখানি হেরিতে আকুল পানী
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাঁর সনে।



Teachinns
Text with Technology

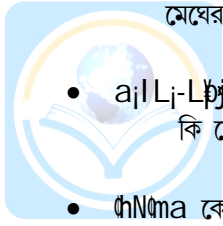
অষ্টম সর্গ (শশিকলা স্থির সৌদামিনী, বীনা Hhw LæINa)

কুঞ্জবন পরিবৃত্ত মন্দাকিনী বাসন্তী সৌরভময় পাখির কলতানে মগ্ন অনন্ত যৌবনময় শশিকলার hZk; কবি এই অংশ দিয়েছেন। কবি গানের মধ্যে দিয়ে নির্দিষ্ট রাগিনী ও তালের সমন্বয়ে শশিকলার রাত্রির অন্ধকার নক্ষত্রময় আকাশে যে অপূর্ব মোহিনীময় রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয় তার কথা বলেছেন।

- এই পর্বে ৩টি গান রয়েছে। স্থির সৌদামিনী কবিতায় স্তবক সংখ্যা ৫ ‘শশিকলা’ কবিতায় স্তবক সংখ্যা ২ ‘বীনা’ কবিতায় স্তবক সংখ্যা ৪ মোট স্তবক সংখ্যা ১১।
- এই সর্গে কিন্নরীগীতি নামে একটি গান আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :

- BmbjmsQh...m বাতাসে খেলায় খুলি,
ফুটেছে মনের হাসি অসাময়িক আননে।
- পাছে কেহ দ্যাখে তাকে সদাই লুকায়ে থাকে
ফটিক জলের ঘরে মেঘের নিবিড়ে বনে।
- তোরা গানে ঢেলে প্রাণ কিম্বরে ধরেছে গান।
মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, তুমি তার দামিনী ;
- aijLi-Lp*-বনে খেলিছে আপন মনে,
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী।
- hNma কেশাপাশে কতই কুসুম হাসে
নাচিছে আছরে মেয়ে গিরি-æt eZ



Teachinns

কবিম্ন তার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে না দেখতে পেয়ে হাহাকার করে উঠেছে। এই মর্ত্যভূমি ছেড়ে অভিমান করে দেবী হয়তো কোথাও চলে গেছেন। কবি তার সৌন্দর্য দেবীর জন্য যত্ন করে আসনখানি রেখেছেন। কবি সেই মুখ কখনও ভুলতে পারবেন না। অর্থাৎ এই সর্গে কবি আসনদাত্রী দেবীর বন্দনা করেছেন।

- এই সর্গে গানের স্তবক সংখ্যা ২০।
- এই সর্গে ইংরাজি, ফরাসি, বাংলার উল্লেখ আছে।
- কাদম্বরী ও সীতার উল্লেখ আছে।
- এই সর্গে ললিত রাগিনী ও কাওয়ালী তাল ব্যবহৃত হয়েছে।

- তোমার আসনখানি আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন কোরে, চিরদিন রাখিব।
- নিকুঞ্জ কাননে আর কোন পাখী ডাকে না!
ভাগীরথী তীর থেকে আর বাঁশি বাজে না!

- সুন্দর মানব কেন, গোলাপ কুসুম যেন
বারে যায়, মরে যায় অতি অল্পক্ষণে!
- যোগেন্দ্রবালার কাছে যে সব সঙ্গিনী আছে,
খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায়া।
- হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন,
হৃদয় উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন!

cnj pNŃ(fŃahŃj, NŃa)

কবি সানে তার সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে দেখে বলবেন তিনি মানব কায়া ত্যাগ করলেও মায়া ত্যাগ করেননি। তার করুন চোখ দুটি আজও অপরূপ রূপে উদ্ভাসিত সতীপতী পত্নী প্রেম অমর। মরনের তা মরে না। কবিতার পতিব্রতা দেবীকে এই ধরায় আসতে বারন করেছেন। পুরুষ মন প্রাণ যৌবন দিয়ে কখনও তাকে ভালোবাসে না। পশুর মতো সে নিত্য নতুন খাদ্য চায়। পতিব্রতার উদ্দেশ্যে কবির মন্তব্য ধরায় না এসে আমরাবতী যাওয়ার জেএ ফাঁকিঃ

- এই সর্গের গানের সংখ্যা ১২
- শেষে ‘শান্তিগীতি’ আছে।
- সংস্কৃত শ্লোক আছে-

Ńaw ccŃa Ń ŃŃaŃ ŃawŃŃaŃ Ńaw pŃx
আমিতস্যতু দাতারং ভঁাতারং কা ন পূজয়েৎ?

- এই সর্গে ললিত রাগিনী ও কাওয়ালী তাল ব্যবহৃত হয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুথি ❖

- সতীর প্রেমের প্রাণ fŃa fŃa HLVŃe;
অমর সে ভালোবাসা, মরনেও মরে না।

- যত সাধ ছিল মনে, পূর্ণ সেই শুভক্ষণে
বিয়োগ-LŃaŃ fŃZ LŃŃeŃu pŃŃamz
- এ যে রামায়ন কথা, সে যে সীতা স্বর্নলতা,
LeŃŃ LŃŃ hŃmŃŃLŃ, fŃa aŃŃ ŃŃŃŃŃ
এ শ্লোক সীতার মুখে শুনেছি মনের সুখে।

Efpwqj!

ধরাভূমিতে কবিকে তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী দেখা দিয়ে কোথায় চলে গেল? যেমনভাবে শুখতার চলে গেছে সারদামঙ্গরূপী দেবী তাঁর সাধের আসন পেতে হাত বাড়িয়ে দেন এবং মধুর বাক্যলাপের কথা বলেন। কবি বলেছেন যোগেন্দ্রবালার নয়ন আর সারদামূর্তি দেখলেই হৃদয় জুড়ায়। আসনদাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে ‘শোক সঙ্গীত’ রচিত হয়েছে।

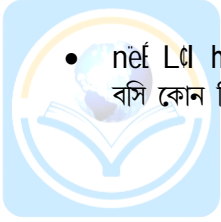
- এই সর্গে স্তবক সংখ্যা ১০
- দামিনী শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি X

- দূরে দূরে স্থলে স্থলে উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলে
Tʃ! Tʃ! j dʃ hjaip
- আহা সেই দেবী সুলোচনা,
সারদামঙ্গল গানে প্রসন্ন আননা,
- প্রাণ খুলে ধরিয়েছি গান, আপনার জুড়াইতে প্রাণ-
গাহিতে তোমার গুনগান-

- neʃ Lɔl h%ai ʃj কোথায় রয়েছ তুমি,
বসি কোন দিব্যলোকে চিরপূর্ণ চন্দ্রলোকে
শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান!
আমার এ হৃদয়ের গান।

- nʃ ʃjɛamʃe ah জাগিতেছে অভিনব,
কুসুমের, আতরের সৌরভের প্রায়
তুমি চলে গিয়েছ কোথায়
সে সব প্রফুল্ল ফুল গিয়েছে কোথায়।



Teachinns
Text with Technology

শোক সংগীত, শান্তি-Na

এই সর্গে কবি প্রেমসীর মধ্যে সারদা, সীমার মধ্যে আর রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখেছেন।

- এই পর্বে ললিত ভৈরবী রাগিনী ও তেতালা তাল কবি ব্যবহার করেছেন।
- ‘শোক সংগীত’ পর্বের মোট লাইন - 14৩
- ‘সংগীত’ পর্বের মোট 19৩

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি ❖

- ফুল ফোটেনা আর সাধের বাগানে,
মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
- প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্র গান;
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান!
- সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়-
দেখতে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী!

- কে তুমি সুসমা মেয়ে আছ মুখপানে চেয়ে
আলো কোরে অন্তরাআ, আলো কোরে ধরনী।
- কে গো , বাজায় বীনা ঘুমায় প্রাণে,
প্রাণ যে আমার, কি হয়ে যায় জানিনি!

- তোমারে হৃদয়ে রাখি pc;c Be;c b;dL
আমার প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সারা দিবা রজনী।



Sub Unit – 4**Lijef Iju (1864 -1933)**

কামিনী রায় বরিশাল জেলায় বাসন্ডা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীঃ ১২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চন্ডীচরন সেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আলো ও ছায়া’ মাত্র ১৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ‘জগদারিনী স্বর্ণপদক’ লাভ করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর কবির জীবনাবসান ঘটে।

abf :-

- কামিনীরায় ‘নীলাবতী’ নামে পরিচিত ছিলে।
- ‘আলো ও ছায়া’ কাব্যের f'j সংস্করন (১৯০৯) হেমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।
- Qaau Ljhf Nfu - j:mf J Qejmf (1931)z
- কামিনী রায় ভারতের প্রথম অনার্স গ্রাজুয়েট মহিলা।
- Qqjlfmjm fhfaa NaLQhajl djlju Ljef Iju Aefaj NaLQhz
- কামিনী রায়ের ছদ্মনাম ‘S'eL h%j Qmiz

উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ :-

পৌরানিকী (১৮৯২), অশোক সঙ্গীত (১৯১৪), দীপ ও df (১৯২৯), জীবনপথে (১৯৩০), অশ্বা (১৯১৫), ঠাকুরমার চিঠি (1923)

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :-

- আমার মনে হয় আর্জি Q:ফ অকাল পক ছিলাম। কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক p%cl করিয়া লিখিয়াছেন। [যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে চিঠিতে কামিনীরায় জানিয়েছেন]
- কামিনী রায় এখন এক বিস্মৃত কবি। অথচ অন্তত দুটি কবিতা লেখার কারনেই তিনি অমরত্ব দাবি করতে পারেন pM Hhw "ji Bjil'z [বারিদবরন ঘোষ; কামিনী রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

Lhajl ej	মূলকাব্যের নাম ও fLjn Ljm	fbj mCe	শেষ লাইন
pM	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	নাই কিরে সুখ ? - নাই কিরে সুখ ? -	প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
চন্দ্রপীড়ের জাগরণ	আলো ও ছায়া (1889)	অন্ধকার মরনের Rju	অবতীর্ণ আহ দৌহে ?
সে কী ?	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	"fZu" " Rf !"	সে নাম দিও না এরে মিলতি Bjil
প্রনয়ে ব্যাথা	আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	কেন যন্ত্রনার কথা	স্বর্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা cje ?
দিন চলে যায়	আলো ও ছায়া	একে একে একে হায় !	লাগে গত নিশীথের স্বপ্ননের প্রায় ; / আর দিন চলে যায় !

pM

এ পৃথিবীতে কি সুখ নেই কেবল মাত্র যন্ত্রনার, পিড়া পাওয়ার জন্য জন্ম হয়েছে মানবের। যন্ত্রনায় কাঁদার জন্য কি বিধাতা মায়ায় ছলে মানবের সৃষ্টি করেছেন। পরক্ষণেই আবার বলছেন না মানুষের জন্য আছে উচ্চতর সুখ, উচ্চ লক্ষ্য, শুধু কাঁদার জন্য নরের সৃষ্টি হয়নি। সাধের বীনার তার ছিড়ে গেছে, সরস মুকুল শুকিয়ে গেছে। আশার প্রদীপ অকালেই নিবে গেল। ভগ্ন হৃদয়ে ভগ্ন প্রান আর কতকাল ধরে রাখা যাবে ? কবি বলেছেন তিনি যদি একবার বুঝতে পারতেন সংসার বোলা কেমন তাহলে। তিনি সংসার করতেন না। সুখের স্বপ্ন সব ভেঙে গেছে এবং বেঁচে থাকা কবির কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। কবি শেষে বলেছেন প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই ঐক্যবদ্ধ ভাবে বেঁচে থাকবো।

■ ‘সুখ’ কবিতাটির মূল কাব্যগ্রন্থের নাম ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯)

■ মোট চরন সংখ্যা - 5

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- "pM", "pM" করি কেঁদনা আর
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
- সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে
পরান মুছিতে নয়ন ধরা?
- সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

চন্দ্রাপীড়ের জাগরন

বসন্তের বোলাচলে যায় চন্দ্রাপীড়কে কবি উঠতে বলে। মাস, বর্ষ শেষ হল আশা ভরা হৃদয় যেন কেঁদে অমঙ্গল না করে এই ছিল তার পন। মরনের পরে জীবনে নতুন জন্ম হয়। তাই কবি বলছেন চন্দ্রাপীড় তুমি তার ঘুমায়না আয়, অর্ধেক স্বপ্ন ও অর্ধেক চেতন এ কবির রাত কেটে যায়। চন্দ্রাপীড় ও তার প্রিয়া মরনের তীরে অবতীর্ণ।

- কবিতাটি ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯) কাব্যের অন্তর্গত।
- কবিতাটির মোট পুংক্তি pM - 52z
- কবিতায় ‘চন্দ্রাপীড়’, ‘কাদম্বরী’, নাম উল্লেখ আছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘অন্ধকার মরনের ছায়া
LaLjm fleuf Ojju?
- চন্দ্রাপীড়, মেল আঁখি এবে।
দেখ চেয়ে, সিন্ধোতপল দুটি
তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি,
- জীবনের জন্ম নূতন
মরনের মরন সেথায়।
- “নহি স্বপ্নের মোহ?
মরনের কোন তীরে
অবতীর্ণ আজ দৌহে?”

সে কি ?

প্রনয়, ভালোবাসা, প্রেম কোনো কিছুই নয়। পৃথিবীর আসক্তি বিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ, ধরনীর পাশে আত্মার বিস্মৃতি, উজ্জ্বল কৌমদীতলের প্রান বিশ্ব-অবিশ্বের মধ্যে প্রান আপনাকে বিকিয়ে দিয়ে আপনার ‘বাস’ হৃদয় মাধুরী মেনপূর্ণ তেজোময় সেটা কি? তোমার প্রেম? তা কখনোই নয়। শত মুখে উচ্চারিত কত সে নাম একে দিওনা এটাই কবির মিনতি।

- ‘সে কি’ কবিতাটি ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯) কাব্যের কবিতা।
- কবিতায় সহ ৫টি জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) রয়েছে।
- কবিতাটি মোট পুংক্তি সংখ্যা - 28

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- “ভালোবাসা-প্রেম ?”
“a;J euz”
“সে কি তবে ? ”
- পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়,
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়।
- Sthe Lha; - গীতি, নহে আত্ননাদ,
Q’ m el;ni, Bni, qol Ahp;cz
- “সে নাম দিও না এরে মিনতি আমার।”

প্রনয়ে ব্যথা

ভালোবাসার সাথে জড়িয়ে কেন থাকে যন্ত্রনা নিরাশা। কষ্টকাকীর্ণ প্রনয়ের পথে এত বাধা কেন? জীবনে চলার পথে একটি মনের মতো পথিক পায় নিয়তি বার বার দুটি জীবন আলাদা করে দেয়, যে বাধা লঙ্ঘন করা যায় না তেমনি বাধা গুলি এসে সামনে দাঁড়ায় অথচ একটি প্রান অপর প্রানের জন্য প্রান নিবেদনে প্রস্তুত তবুও দুটি প্রান এক হতে পারে না, কবে সেই শুভযুগ আসবে প্রনয়ের মনোরথে কেউ বাধা দেবে এমন একটা যুগ কবি চাইছেন।

- কবিতাটির মূলকাব্যগ্রন্থ হল ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯)
- কবিতাটির মোট পুংক্তি সংখ্যা হল - 20z

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রু ধার ?
কেন কষ্টকের কৃপ প্রনয়ের পথে?
- অনুলঙ্ঘ্য বাধা রাশি সন্মুখে c;s;u B;p -
কেন দুই দিকে আহা যায় দুই জন?
- কাঁদিয়ে না সারা পথে; প্রনয়ের মনোরথে
স্বর্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান?

দিন চলে যায়

একে একে কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায় দিন চলে যায়। সাগরের বুদ্ধদের মতো হৃদয়ের বাসনা হৃদয়েই মিলায়। নিধন গুণ নিয়ে, নর শূন্যলয়ে গিয়ে জীবনের বোঝা মাথায় তুলে নেয়। একটু একটু করে মানুষের শোক নয়ন জলে মিশিয়ে যায়। অতীতের কাহিনী ও স্মৃতিকে স্বপ্নের মতো মনে হয়। এভাবেই দিন চলে যায়।

- ‘দিন চলে যায়’ কবিতাটি ‘আলো ও ছায়া’ কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।
- কবিতায় মোট ১৫ পংক্তি - 15

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- একে একে একে হয়! দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়
- জীবনে আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি
প্রানধিক প্রিয়জনে, কে নিবাবে তায়?
- স্মৃতি শুধু জেগে রহে অতীত কাহিনী কহে
লাগে গত নিশীথের স্বপ্নের প্রায়,
আর দিন চলে যায়!



teachinns
Text with Technology

Sub Unit – 5**LjSf eSI'm Cpmj (1899 - 1976)**

কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম - কাজী ফকির আহমেদ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রীঃ ‘বিজলী’ পত্রিকায় ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

abf :-

- eSI'm Cpmj Aeŋej Rm 'cM=ŋ Uj'z
- নজরুল ইসলামের ছিরি নাম - নার্সিস আসার খানম প্রমিলা দেবী।
- নজরুল ইসলাম যে পুরস্কার পেয়েছিলেন সেগুলি হল -
üjŋŋej fŋLj (1977)
একুশে পদক (১৯৭৬)
fcti öZ

■ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী :-

ANhŋej - 1922

pŋ' aj - 1925

geŋ ej - 1927

QŋŋjL - 1929

pjaj jC Qŋfj - 1933

ŋeTŋ - 1939

eaŋ Qj - 1951

p' ue - 1955

eSI'm Cpmj; Cpmjŋ Lŋha; - 1982

eSI'm pŋfjŋca J fŋQŋma fŋLj :-

- i) °cŋeL ehkŋ (১৯২০ ও ১৯৪০ অক্টোবর)।
- ii) ধুমকেতু (অর্ধসপ্তাহিক ১৯২২, ১১ই আগস্ট; ২৬শে শ্রাবণ ১৩২৯) শুক্রবার ১ম সংখ্যা থেকে ২০শে সংখ্যা (৭ নভেম্বর ১৯২২; ২১শে কার্তিক ১৩২৯) মঙ্গলবার পর্যন্ত সম্পাদনা করেন।
- iii) mjPm - (pjCjQL - ১৯২৫; ১৬ ডিসেম্বর, ১৩৩২; ১লা পৌষ)

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :-

- বিদ্রোহী পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে - মনে হলো এমন কখনও পড়িনি। অসহযোগে অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন প্রান যা কামনা করছিল এ যেন তা-ই দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেন বানী।
[বুদ্ধদেব বসু; কালের পুতুল]
- সেদিন ঘরের বাইরে মাঠে; ঘাটে; রাজপথে; সভায় এ কবিতা নীরবে নয়, উচ্চকণ্ঠে শত শত পাঠক পড়েছে। সে উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছে ছাপার অক্ষরেই যেন আগুন ধরিয়ে দেবে।
[প্রেমেন্দ্র মিত্র; নজরুল প্রসঙ্গ নজরুল সন্ধ্যা ১৯৬৯]
- “We do not rrrhaps realise the magnitude of the debt owed by Kazi Nazrul Islam verse to the living experience he had of Jails.”
[নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু]
- “এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থি মজ্জার যে পচন ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।”
[নজরুল ইসলাম; ‘ধুমকেতু’ পত্রিকায়]

Lha;I ej	jñL;hē	fL;nL;m	fœL;u fL;n	ÜhL pwMē;	fñj m;Ce	শেষ লাইন
বিনোদী	Bñhē;	1328	ñSmē	13	hmhēl hm Eæa j j ñlz	Bj ñnā ছড়িয়ে উঠিয়াছি HL; Ōl Eæa ñlz
BS pñ সুখের উল্লাসে	দোলন চাঁপা	1330	কল্লোল	7	আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।	আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
phñ;l;	phñ;l;	1332	m;Pm	5	ব্যাথার সাতার পানিঘেরা চোরাবালির চর।	চলারে জলের k;œē Hh;l মাটির বুকে Smz
Bj;l °Lguv	phñ;l;	1332	m;Pm	14	বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবী	যেন লেখায় হয় আমার রঞ্জে। লেখায় তাদের phñ;ñz
fñ;œē	দোলন চাঁপা	1330		26	এত দিনে অবেলায় œñaj	তব প্রেমে j ðēf uē hē;bē; বিষে নীলক Lñz
phēp;œē	gñej ep;	1332	m;Pm	9	ভরে ভয় e;C Bl, œñu; উঠেছে হিমালয় চাঁপা প্রাচী !	যা হোক একটা দাও কিছু হাতে একবার মরে hyñz

পূজারিনী

কবি জনম জনম ধরে চেনেন পূজারিনীকে। যিনি কবির সামনে ধূলি অন্ধ ঘূনীর মতো কবির সামনে এসে দাঁড়ায়। ওই রমনীর i ৷, mmjV, QhE ayl Afl|f lE ayl গীতি নৃত্য, তাঁর রাজহংসী ছিল সবই কবির পরিচিত। কবি ছয় প্রত্যয়ী হয়ে বলেছেন চিনি প্রিয়া চিনি তোমার জন্মে জন্মে চিনি। কবির ত্যাতুর চোখে পূজারিনীকে ভালো লেগেছিল। দেশের সমস্ত দুঃখ দুঃখ-cehhl। রূপকে কবি পূজারিনীর উপমায় তুলে ধরেছেন।

- ‘পূজারিনী’ কবিতাটি দোলন চাঁপা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালে।
- পূজারিনী কবিতাটির মোট ১০টি পর্ধ্যায়ে।
- পূজারিনী কবিতায় উল্লেখিত নারী হলেন - সীতা, রাধা, দময়ন্তী, শকুন্তলা, সতী, উমা এরা সকলেই বিরহী প্রেমিকা।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘ঐ তব দোলা দোলে গতি নৃত্য দৃষ্ট রাজহংসী জিনি চিনি, সব চিঠি'z
- ‘আজ দিনান্তের প্রান্তে বলি আঁখি নীরে তিতি আপনার মনে আনি তারি দূর দূরান্তের স্মৃতি’-
- অনন্ত কুমারী সতী ; তব দেব পূজার থালিকা ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিড়িয়াছি মালা।
- dŠj Bj, Bj ah NIhef, hSuef eC !
- তুমিই মোর এ বাহুতে মহাশক্তি মহাশক্তি সঞ্চারিয়া বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হও !

প্ৰবাসী

অসহযোগে আন্দোলন দেশবাসীর চিত্তে দেশের শৃঙ্খলা মুক্তির ব্যাপারে অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু ইহার অবসান হওয়ার অনেকের চিত্তে হতাশা দেখা দেয়। এই অবস্থায় দেশবাসীর চিত্তে মনোবল সঞ্চারের জন্য নজরুল ‘সব্যসাচী’ কবিতাটি রচনা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের শৃঙ্খল মুক্তির প্রয়াস ব্যর্থ হলেও এ কবিতায় কবি বলেছেন যে দেশবাসীর চিন্তার কারন নেই - কারন অর্জুনের ন্যায় মহাবীরের আবির্ভাব হতে চলেছে। দুই হস্ত দারাই সমানভাবে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে অর্জুনকে ‘সব্যসাচী’ বলা হয়।

- ‘সব্যসাচী’ কবিতাটি ‘লাঙল’ পত্রিকায় ১৯২৬; ৭ জানুয়ারিতে প্রকাশিত।
- ‘সব্যসাচী’ কবিতায় রামায়নের যে চরিত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে সেই চরিত্রগুলি হল - pſaj, lje, fSjftaz
- ‘সব্যসাচী’ কবিতায় মহাভারতের যে চরিত্রগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি হল - পার্থ, শীক্ৰ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কংস, eſpwq, cdſQz
- "phſp;Œ Lſhajl ŪhL pſMſj -9Ŵ m;Ce pſMſj - 54Ŵz

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে।
- যুগে যুগে মরে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরঙ্গেন।
- কালের চক্র বক্র গতিতে ঘুরিতেছে অবিরত।
- কংস কারায় কংস, হস্তা জন্মিছে অনাগত।
- যুগে যুগে হন শ্রীভগবান যে তাঁহারি রথ - pjlſb!
- বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি এবার সব্যসাচী, যা হোক একটা দাও কিছু হাতে একবার মরে বাঁচি।

Bjil °Lguv

কবি বলছেন তিনি বর্তমানের কবি, ভবিষ্যতের সুখকামনার চেয়ে কঠিন বাস্তবটাই সত্য কবির কাছে। কবি সকলের কাছে মূল্যহীন, উপহারের পাত্র। মৌলবী মল্লারা তাদের দেবী নাম মুখে আনলে দূর করে দেয় কবি নিজেকে বুঝতে পারেননা। তিনি নিজে কি তিনি হিন্দুদের কাছে তচ্ছল্য হন আবার মুসলিমদের দ্বারা বিতাড়িত হন, হিন্দুরা ভাবেন কবি ‘ফাশী’ শব্দে কবিতা লেখেন, কেউ ভাবে কবি বিপ্লবী, আবার কেউ ভাবে কবির বানী অহিংসা, কবি বুঝতে পারছেন না তিনি কি লিখছেন তবুও তিনি বলেছেন ödja! ʔnõ ürajɔ ʔayna se duʔo ʔat ar ekʔu nuɔ ʔay. কবি অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে পারেন না। তাই যারা তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস কেড়ে খায় তাদের সর্বনাশ করতে চায় লেখার মাধ্যমে।

- কবিতাটি কবির ‘সর্বহারা’ কাব্যের অন্তর্গত।
- "Bjil °Lguv' Lʔajɔ 1332 Bʔnɛ "ʔSmɛ fʔɛLju fLjʔna quz
- কবিতাটির মোট স্তবক সংখ্যা - 14ʔ Hhw mʔCe pʔMɛj - 84ʔz
- কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ রয়েছে, এছাড়াও - শনিবারের চিঠির উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী !
- প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেসসী গালি দেন তুই হাঁড়িটাপ !
- মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা স্বরাজ আসে যে দেখ চেয়ে !
- অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে !
- প্রার্থনা করো - যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ !

phɛjɔ!

ব্যথার চোরাবালির পরে কে ঘর বেঁধেছি। শূন্য তড়িৎ ইসারা আর মেঘ জননী অশ্রুধারা ঝরতে থাকে। বন্যাকে যেন সাগর মা ডাকছে, মায়ের কোলে আর সেই সঙ্গে নায়ের মাঝিকে পাল তুলে দিতে বলে, মায়ার নোঙর তোলা বন্ধ করো, কবি মাঝিকে বলছেন তোর নাও ভাসিয়ে মাটির বুকে চলতে, বলেছেন প্রলয় পথিক হিসেবে চলবি, পাহাড় গিরি দলে চলে যাবি সেই মাটির বুকে।

Text with Technology

- "phɛjɔ!" Lʔajɔ কবি নিজের মাকে উৎসর্গ করেছেন।
- ‘সর্বহারা’ কবিতাটি স্বরবৃৎ ছন্দের ব্যবহার করেছেন কবি।
- Lʔaju fʔɛSʔ pʔMɛj - 50ʔ Hhw ŪhL pʔMɛj - 5ʔz

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ওরে পাগল! কে বেঁধেছি
সেই চরে তোর ঘর?
- ‘শূন্য তড়িৎ দেয় ইসারা
.....
মেঘ জননীর অশ্রুধার . . ।’
- ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায়?
- fɛnu - fʔɛL ʔmɛh ʔɔɔ
cmɛh fʔqɔs Ljee ʔnɔ!
- হাঁকছে বাদল, ঘিরি ঘিরি
নাচছে সিঁদুল
চলরে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল।।

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মন প্রান খুশিতে মেতে আছে কবির রুদ্ধ প্রান বৈউহল হয়ে ছুটে বেড়াতে চাইছে। তিন্ত ভরা বুকে দুঃখের জন্য নয় সুখের জন্য ভরে ওঠে। আর সেই খুশিতে সাগর ফুলছে, আকাশ দুলছে ও বাতাস ফুলছে, ধুমকেতু আর উল্কা সৃষ্টিকে উল্টে দিতে চায়, সাগর জেগে উঠতে চায়, মরু হাসছে সব মিলিয়ে সকলে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠতে চায়।

- ‘আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ কবিতাটি ‘দোলন চাপ’ (১৩৩০) কাব্যের অন্তর্গত।
- ‘আজ’ শব্দটি ১৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- কবিতাটিতে ৭টি স্তবক আছে। এবং ৪টি পুংক্তি আছে।
- ‘আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ কথাটি ৯ বার আছে।
- এই কবিতাটি সৈয়দ সাজাদ হোসেন ‘The Eastasy of creation’ নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস
গগন ফেটে চক্র ছোটে; পিনাক পানির শূল আসে!
- পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্ বাপে।
- BS Bpm Foj, pãfj, cff,
Bpñ teLV Bpñ pñz
- BS Sññh pññl, qjpm j l;
Lyfm i dl, Ljee - al;



Text with Technology

বিদ্রোহী

শির উন্নত করে বীরের মত বাঁচার অঙ্গিকার। সমস্ত বাধা বিপদকে জয় করার সাধনা। দুর্বীরের মত সমস্ত কিছু কে ভেঙে ফেলার আকাঙ্ক্ষা। শত্রুর সাথে পাঞ্জা ধরে উদ্দাদের মত সব কিছুকে জয় করা। কবি নিজেকে বলেছেন - ভরাতরী, ভরাডুবি, টপেডো, ভীম, ধূজটি, এলোকেশী, বৈশাখী, রাধা, ঘূর্ণি, হাঘীর ছায়ানট, মহামারী, যজ্ঞ, পুরোহিত, অগ্নি, সৃষ্টি, ধ্বংস, লোকালয়, শাশান প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করেছে। এই চির বিদ্রোহী বীর বিশ্ব ছাড়িয়ে একা উন্নত শিরে দাড়িয়ে রয়েছে।

- বিদ্রোহী কবিতাটি ‘অগ্নি বীনা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কাজী নজরুল ইসলাম মেটকাফ প্রেস, ৭৯ বলরাম দে স্ট্রীট কলকাতায় প্রথম ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি মুদ্রন হয়।
- সপ্তাহিক ‘বিজলী’ পত্রিকায় সর্বপ্রথম বিদ্রোহী কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৩২৮, ২২ পৌষ ১৩২৮।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-pñ ðññhñd;æf !
- আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস; আমি লোকালয়, আমি শাশান!
- আমি মানব দানব দেব তার ভয়, বিশ্বের আমি বির দুর্জয়!
- আমি বিদ্রোহী ভূত, ভগবান বুকে, ঐকে দেবো পদ চিহ্ন!
- আমি চির বিদ্রোহী বীর -
Bj ðññh ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির!

Shejezë e cjin (1899 - 1954)

জীবনানন্দের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিঃ ২৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের বরিশাল শহরে। বাবার নাম - সর্বানন্দ দাশ; মা সেকালের বিখ্যাত Lf - কুসুম কুমারী দাশ। জীবনানন্দের প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘বর্ষা Bhige’ paʃeɪc pɕɕiːca "h̥p̪hiːcɛ fœlju fl̪ina হয়। ‘কল্লোল’, ‘কালিকলম’, ‘প্রগতি’, ‘পরিচয়’, ‘কবিতা’, চতুরঙ্গ ও পূর্বাংশ প্রভৃতি সেকালের নানা উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরাপালক’ প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিঃ।

abÉ :-

- জীবনানন্দ দাশ শ্রীকালপুরুষ ছন্দ নামে কবিতা লিখতেন।
- কবির মোট কবিতা সংখ্যা - 352০/z
- গদ্য ছন্দ কবিতা লিখেছেন - 24০/z
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা - 275০/z
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতা - 16০/z
- স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতা - 37০/z
- জীবনানন্দের ডাক নাম 'মিলু'।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :-

- “Sheje:chih:hiPm;Ljhf p;Qaf HLW A’ jafññ-
ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়।”
[বুদ্ধদেব বসু]
- ‘জীবনানন্দ বাদ দিয়ে ১৯৩০ পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনাই হতে পারে না’।
[বুদ্ধদেব বসু]
- “তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্রা নেই। কিন্তু ভাষা প্রভুতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে।”
[IhBcEb WjLj]
- “রোমান্টিক কবিদের অধরা সৌন্দর্যের পিয়াসী তিনি নন। পার্থিব জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও কুশ্রীতা তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হবে।”
[cñÇ æefjWE]
- তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

Lha e j	LjhNfUJ fLnLm	fLju fLn	fBj m Ce	শেষ লাইন
বোধ	dpl f ämf (1936)	fNca (1336)	আলো অন্ধকারে যাই মাথার ভেতরে স্বপ্ন নয়	সে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে সেই সব
qjuQm	বনলতা সেন (1942)	Lhaj (1342)	হায় চিল শোন দিন ডানার চিল এই। ভিজে মেঘের দুপুরে (এটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে)	তুমি আর উড়ে উড়ে কৈদে নাকো ধানসিড়ি ecfl পাশে
paß p	j q fthf (1944)	Lhaj (1343)	দুএক মুহূর্তে শুধু রৌদ্রের সিঁধুর কোলে তুমি আর আমি হে paß p	কলরব করে উড়ে যায় উড়ে যায় শত সিঁধু সূর্য সূর্য ওরা শাস্ত্রত সূর্যের athaj
hLj	বনলতাসেন (1942)	Lhaj (1342)	ভোর; আকাশেরবৎ ঘাসফড়িংয়ের দেহের মত কোমল নীল।	এলোমেলোর কয়েকটা h%cl Qj -e0f% elfljd 0jz
গোধূলি সন্ধ্যার eaf	p aW a l aaj (1948)	fQOu	দরদালানের ভিড়- পৃথিবীর শেষে	পায়ের ভঙ্গির নিচে h0QL-LLW-a%j-j fez
l e	p aW a l aaj (1948)	Lhaj	হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় Sm;	বস্ত্রত কাপড় পরে m< jhpa

বোধ

কবি নিজের বোধকে এড়াতে পারছেন না, এইবোধ স্বপ্নের নয়, শান্তির নয়, ভালোবাসারও নয় এই বোধের জন্ম হৃদয় থেকে কবির কাছে সমস্ত কাজ তুচ্ছ মনে হয় পশু মনে হয়, কবি সহজ ভাবে লোকের সঙ্গে মিশে সহজ কথা বলে মাটির গন্ধ মেখে, চাষার মতো জীবন কাটিয়ে ও কবির বোধে নিবৃত্তি হয়নি। কবি সকল লোকের মাঝে থেকে নিজেকে নিসঙ্গ মনে করছেন।

- জীবনানন্দের ‘বোধ’ কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুকে, কাপড়ে বাঁধই জ্যাকেট সংবলিত।
- ‘ধূসর পাভুলিপি’র প্রথম সংস্করণের কবিতা সূচিতে ৭ নম্বরে ‘বোধ’ কবিতাটি ছিল।
- ‘বোধ’ কবিতাটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রগতি পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- ‘বোধ’ কবিতাটি ধূসর পাভুলিপির প্রথম সংস্করণে কবিতা সূচিত ৭ নম্বরে।
- ‘বোধ’ কবিতাটিকে সামনে রেখে ‘শনিবারের চিঠি’র সংবাদ সাহিত্য’ বিভাগে (আশ্বিন, ১৩৩৬) প্রকাশিত।
- ‘বোধ’ কবিতাটির চরন সংখ্যা - 108 Hhw ÜhL pWMEj -108z

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;’
- ‘আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা’?
- ‘সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়’
- "eø npj - পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে / - সেই সব’।

কবি চিলকে ধানসিড়ি নদীর পাশে সোনালী ডানা মেলে উড়তে মানা করছেন। চিলের কান্না কবিকে বিষাদ করে তুলেছে কবিকে অতীতের কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা কবিকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করছে কবি অতীতের ভুলে যাওয়া স্মৃতি ডেকে আনতে না বলছেন চিলকে। কবিকে কেঁদে কেঁদে উড়তে না বলছেন।

- Stheje% c;n HI "qjuQm' Lha;W "বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ ANb;uez
- ইয়েটসের ‘He reproves the curlew’ এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।
- কবিতায় মোট লাইন সংখ্যা ৭টি।
- হায়চিল কবিতায় ‘বেতের ফল’ ও ধানসিড়ি নদীর উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘হায় চিল সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!’
- পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূর।
- ‘আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় ঝুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!’

পাঠ্য

কবি সিদ্ধু সারসকে বলছেন রৌদ্রের সিদ্ধু কোলে তুমি আর আমি এক সিদ্ধুর হিল্লোলে পাহাড়ের কোলে তরঙ্গ বরফের মতো সাদা, ধবলের মতো ফেনায় নাচ যেন পৃথিবীকে আনন্দ দিতে চায়। কবি অতীতের স্মৃতি চারন করছেন ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, বাথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব কিছু মিশিয়ে আনন্দের গতি হারিয়ে যাচ্ছে।

- কবিতাটি ‘মহাপৃথিবী’ কাব্যের অন্তর্গত।
- ‘সিদ্ধুসারস’ কবিতায় মোট শব্দ সংখ্যা - 10৭ Hhw fhw's² pwwMj - 50Wz
- ‘সিদ্ধুসারস’ কবিতাগুলো ১৩৩৬ - ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত।
- ‘সিদ্ধুসারস’ কবিতায় শেলির ‘To the skylark’ কবিতার প্রভাব আছে।
- ‘সিদ্ধুসারস’ কবিতাটিতে ‘মালাবার পাহাড়’, ‘মাছি’, ‘সোনালি চিল’, ‘ধানসিঁড়ি নদী’, বিদিশা, হেমন্তের কুয়াশা, ‘হেলিওট্রোপ’, প্রভৃতি প্রসঙ্গ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অঙ্ককার গান’,
- জানো কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
- ‘জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান’।
- ‘রূপসীর সাথে এক; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা’
- ‘মেঘের দুপুর ভাসে - সোনালি চিলের বুক হয় উন্নান’
- হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রান দিনের মতন।

কবি প্রকৃতির একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন আকাশের বৎ ঘাসফড়িঙের দেহের কোমলতা, সেই সঙ্গে পাড়াগাঁর বাসর ঘরে গোখুলি মদির মেয়েটির মতো; সূর্যের আলোয় প্রকৃতি ময়ূরের নীল ডানার মত ঝিলমিল করছে। সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা হরিন শরীরকে আবেশ দেওয়ার জন্য নদীর জলে নামে আর সেসময় সৌখিন টেরিকাটা মানুষেরা তাদের নীলসা চরিতার্থ করতে তাকে গুলিবিদ্ধ করে। দ্বিতীয়বার আগুন জ্বলে উদ্ভ লাল হরিনের মাংসের ইঙ্গিত করেছেন।

- Sthejend দাশ এর শিকার কবিতাটি বনলতা সেন কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত।
- HC LhajaW "Lhaja' fhwLju 1343 HI BhwMj fLjha quz
- শিকরে কবিতার মোট শব্দ সংখ্যা হল - ৪টি এবং মোট পুংক্তি সংখ্যা হল - 34Wz
- ‘শিকার’ কবিতার মিল পাওয়া যায় চেকভের "A Dreary story' LhajaWz
- "hwLj" কবিতায় ঘাসফড়িঙ, টিয়ার পালক, মোরগ ফুল, উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- “পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোখুলি মদির মেয়েটির মতো;”
- ‘শুকনো অশ্বখপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের;’
- ‘সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অঙ্ককারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বন ঘুরে ঘুরে’
- ‘নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প’
- ‘এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক - Wj - hwfhw hwLjd Wj'z

গোধূলিসন্ধির নৃত্য

পৃথিবীতে দরদালানের ভিড় আর নেই, শব্দহীন, সমস্ত কিছু খন্ড খন্ড হয়ে গেছে। কেবলমাত্র উচু উচু হরীতকী গাছের পিছনে হেমন্তের বিকেল আর সূর্যের গোলা যেটা রাঙা হয়ে আছে। . . . সূর্যাস্তের পর জোয়ার সমাগম ঘটে যেখানে পৈচাকেই শুধু দেখা যায়। যেখানে সূর্যকে কিছুক্ষন আগে রাঙা মনে হচ্ছিল পরে সেটি রূপার ডিবের মতো বিখ্যাত মুখ দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির বর্ণনার প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের বিজয়ী নারীর প্রসঙ্গে এসেছে, বিদেশী পুরুষদের আমাদের দেশে যুদ্ধ, বানিজ্য করার প্রসঙ্গ এসেছে।

- ‘গোধূলিসন্ধির নৃত্য’ কবিতাটি ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যের অন্তর্গত।
- ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে চৈত্র্য সংখ্যায় ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ কবিতাটি প্রকাশ পায়।
- Lh Stheje/c c:n Lha;W hã#y:jue কবীর কে উৎসর্গ করেছেন।
- কবিতায় ‘হেমন্ত’ ঋতুর প্রসঙ্গ রয়েছে। হংকং, সাংহাই, বিদেশের কথার উল্লেখ আছে। বৃশ্চিক, কর্কট, তুলা, মীন প্রভৃতি রাশির কথা উল্লেখ আছে।

উল্লেখযোগ্য পুথি :-

- ‘হেমন্তের বিকেলে সূর্য-গোল-।jPj -’
- "hjc;j f fja;l Ofë-j dL'ff 0ip'z
- ‘খোপার ভেতরে চুলে নরকের নবজাত মেঘ’।
- ‘যুদ্ধ আর বানিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন’।
- ‘পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-LLW-a#ij-j fë'z



teachinns
Text with Technology

।;œ

হাইড্রেন্ট খুলে দিলে কুষ্ঠরোগী সেই জল চেটে নেয়। রাস্তায় যানবাহনের শব্দ। কবি মাইল মাইল পথ হেঁটে বেন্টিক স্ট্রিটে টেরিভাজারে গিয়ে দাঁড়ান। সেই সঙ্গে স্মৃতি চারন করেন অতীতে মৈত্রেয়ী বানী আর্থাৎ শ্লোক আর রাজ্যজয়ের ইতিহাস অমর আভিলা কবির মনের মধ্যে পৃথিবীর প্রতি একটা টান অনুভব করে। ফিরিঙ্গি যুবক চলে যায় লোল নিগ্রো হাসে। নগরীর মহৎ রাত্রিকে কবি লিবিয়ার জঙ্গলের মতো মনে করেছেন। তবুও জন্তু গুলো অনুপূর্ব বসত কাপড় পরে নিজেদের লজ্জা নিবারনের Sefz

- ‘রাত্রি’ কবিতাটি জীবনানন্দদাশের ‘সাতটি তারার তিমির’ কাব্যের অন্তর্গত।
- ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে ‘।;œ’ কবিতাটি ‘কবিতা’ পত্রিকায় পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় ‘রাত্রি’ কবিতাটি ‘নিরুজ্জ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- এলিয়েটর ‘Sweeny Erect’ কবিতার প্রভাব জীবনানন্দের রাত্রি কবিতার সঙ্গে মিল রয়েছে।
- ‘রাত্রিকবিতায় যে রাস্তার কথা উল্লেখ আছে তা হল - ফিয়ার লেন, বেন্টিক স্ট্রিট, টেরিটি বাজার।
- কবিতায় ‘মৈত্রেয়ী’, ‘ইহুদি রমনী’, ‘ফিরিঙ্গি যুবক’, ‘লোল নিগ্রো’, উল্লেখ রয়েছে।
- কবিতায় ‘মায়াবীর জাদু’, ‘চীনাবাদাম’, ধনুকের ছিলা লিবিয়ার জঙ্গলের প্রসঙ্গ আছে।
- ‘রাত্রি’ কবিতায় ‘কুষ্ঠরোগীর’ প্রসঙ্গ রয়েছে।
- এই কবিতায় রিকশ, ডাইনামো, গরিলার প্রসঙ্গ আছে।

উল্লেখযোগ্য পুথি :-

- ‘হাইড্রেন্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;’
- ‘তিনটি রিকশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে মায়াবীর মতো জাদুবলে’।
- “CjSjmij বেন্টিক স্ট্রিটে গিয়ে - টেরিটিবাজারে;’
- ‘ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে ধনুকের ছিলা রাখে টান’।
- “শ্লোক আওড়িয়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে; রাজ্য জয় করে গেছে অমর আভিলা।”
- ‘নাগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো’।

Sub Unit - 7

বিষ্ণু দে (1909 - 1982)

বিষ্ণু দে ১৯০৯ খ্রিঃ কলকাতার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে এর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের কৃতি ছাত্র বিষ্ণু দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘উর্বশী ও আট্টেসিস’ ১৯৩১ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। ১৯৮২ খ্রিঃ তিনি পরলোক গমন করেন। ১৯৩৫ খ্রিঃ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন।

❖ abf x

- ফরাসি লেখক ভেরকের "La Silence de la Mar" এর অনুবাদ করেছেন ‘সমুদ্রের মৌন’ নামে।
- ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় পদ্য লেখার প্রতিযোগিতা উপলক্ষে লেখা শুরু দশবছর বয়সে।

❖ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ x

চোরাবালি (১৯৩৬), পূর্বলেখ (১৯৪১), সন্দীপের চর (১৯৪৭), অন্বিষ্ট (১৯৫০), নাম রেখেছি কোমলস্কার (১৯৫০), স্মৃতি সভা ভবিষ্যৎ (১৯৬০), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৬), সহিত্যের দেশ বিদেশ (১৯৬২), এলিঅটের কবিতা (১৯৫৩), হে বিদেশী ফুল (১৯৫৩), আঠারোটি কবিতা (১৯৫৮)

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য x

- “চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপর f!0-i S²-ভগবানের সম্বন্ধারোপ।”
[চোরাবালি; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত]

- “৫ আথবা ৬ জানুয়ারি সারারাত রিউম্যাটিক জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় এ কবিতাটি রচনা করেন ; . . . a|f| 0j থেকে উঠে কবিতাটির দ্বিতীয় অংশ রচিত হয়।”

[fi ja Lj|l cip]

- “His poetic character is seen in the way he is constantly revising his work, rearranging earlier verses so as to give them an import not intended at the time of composition, joining fragments and occasional pieces in a wider significance.”

[An Acre of grass: বুদ্ধদেব বসু]

- "dæfɪj̃n বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই বিষ্ণুদের প্রতিভা সমধিক।" [cɔ̃ç æfj̃wɛ ; Bd̃ɛL h̃j̃w̃m̃j̃ Ljh̃ɛ f̃ɔ̃Qu]

- কাব্য হিসেবে এর গুণপনা আছে কিন্তু শাব্য হিসেবে এটা আমার কাছে বহুদূর বজনিয়া। [lh̃ɛç̃ɛ;b̃ W̃j̃L̃]

Lha;	Ljh J fLjLjm	fj mCe	শেষ লাইন
ঘোড়সওয়ার	চোরাবালি (1937)	‘জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার হৃদয় Bjil Qsz’	অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গিকার
fLa Lha;	0jka pš; i hoFa (1963)	‘রাসি, তোর কথা বেঁধে রাখ তোর খোঁপায়া’	‘আমার কথায় একন যে দেখি মাসি aE AÜÜz’
0jka pš; i hoFa	0jka pš; i hoFa (1963)	‘তোমার নবীন এ উদাস fho;c L তোমাদেরও চেনা?’	‘প্রাণ চায় চায় বরাভয় তারাই যে বর কনো’
c;g eE	0jka pš; i hoFa (1963)	‘সেদিন সমুদ্র ফুলে ফুলে উন্মুখর মাঘী fZjju’	‘দামিনী সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরো’
Sm c;J	Ateb (1950)	ফাল্গুন আরম্ভে তার	জল দাও আমার শিকড়ে
২৫শে বৈশাখ	নাম রেখেছি কোমলNjã;l (1953)	‘আমরা যে গান শুনি , গান করি, BLjn q;Juju’	‘সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই Be%°i lhf’
Nje	তুমি শুধু পঁচিশে °hnjM (1958)	ওরকম আমার ঘটেছে	‘প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার hjÜhরা শেভো’

ঘোড়সওয়ার

কবি ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতায় ঘোড়সওয়ারকে প্রতীকী হিসেবে দেখেছেন যেমন - fhfhf hñ, plj; EvfjceLjlf phm prj প্রেমিক; পৌরুষ; গতিশীল; পথ নির্দেশনার নেতা। ঘোড়সওয়ার কবিমানসে সৃষ্ট চরিত্র। যা কবির অন্তরের অন্তস্থলের থেকে উৎপত্তি, অর্থাৎ কবির অন্তরেই রয়েছে আহ্বানকারী নারীসত্তা এবং আহত পুরুষ ঘোড়সওয়ার। জনসমুদ্রের জোয়ারে জেগেছে ; fhñhSuf বর্ষাতোলে, সাগর উদ্বেল; কামনার টানে গ্লেসিয়ার সংহত হয় এবং মেরুচূড়া জনহীন হওয়ার ফলে লোকের নিন্দার ভয় তাই প্রিয়তমকে প্রশ্ন করেছেন কবি অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গিকার কোথায় পুরস্কার? gy

- বিষু দের ঘোড়সওয়ার কবিতাটি ‘চোরাবালি’ কাব্যের অন্তর্গত।
- Lha;W EvpNñ করেছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতাটির দুটি অংশ। কবিতাটির মোট স্তবক সংখ্যা ১০, প্রথম অংশে ৫টি স্তবক, দ্বিতীয় অংশে ৫টি ÜhLz
- কবিতাটিতে প্রথম অংশের পুঙ্ক্তি সংখ্যা ২৩টি দ্বিতীয় অংশে পুঙ্ক্তি সংখ্যা ২৬টি, মোট পুঙ্ক্তি সংখ্যা ২৯টি।
- ‘বিষুদের ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতাটির অনুবাদ করেন মার্টিন কার্কম্যান। তিনি এই কবিতাটিকে ‘পীপলস পোয়েট্রি’ বা জনগনের কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন।
- কবিতাটির মুখবন্ধ রচনা করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এটি চোরাবালি কাব্যের ২১ নং কবিতা।
- ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতার ২য় স্তবকে ‘চাঁচর শব্দটি অর্থ কৌকড়ানো বা কুণ্ঠিত। কিন্তু মার্টিন LjLjE q;ÜI nEwI অর্থ না বুঝে অনুবাদ করেছিলেন - "Sand smooth under the endless moon"
- “১৯৩৫ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে চার বা পাঁচ তারিখের এক রাত্রি শেষে রচিত হয়েছিল এই কবিতার প্রথমাংশ।

[pğ a; Qæhañ Lha;l A;1%fiW]

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- ‘চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি-
কোথায় ঘোড়সওয়ার?’
- ‘জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল
ললাটে তিলক টানো’
- ‘পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
ঔজ্জ্বল্যের আশা মনো’
- ‘জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার -
মেরুচূড়া জনহীন-’
- ‘‘হে প্রিয় আমার; প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরস্কার?’’

fġLə Lħaj

কবি ‘মাসি’ সম্বোধন করে বলেছেন আমার কালো কন্ডলই ভালো। যে কন্ডপেটার রং পাকা, তুই বৃথা বকিস আর আমচুর খাস। তার পরেই কবি বলেছেন কণ্ঠিপাথরে প্রেমকে যাচাই করতে চেয়েছেন তার চোখের একটি সন্ধ্যাতারার মধ্যে। আবার কবি বিয়ে করার অঙ্গিকার করেছেন শহরের কাজ সেরে তিনি ফিরে আসবেন। প্রেমিককে নিজের হাতে ভালো করে খাওয়াতে চেয়েছেন।

- ‘প্রাকৃত কবিতা’ কবিতাটি ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ কাব্যের AġWaz fġLjn Ljm 1370 h%qëz
- কবিতাটি কবি উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়কে।
- "fġLə Lħaj" l Qeġl aġM - 30/01/1959
- ‘প্রাকৃত কবিতা’র মোট শব্দ সংখ্যা - 10
- প্রথম ৯টি শব্দকে ৩টি লাইন, ১০ শব্দকে ২টি লাইন এবং ১টি লাইন সম্মিলিত হয়েছে। মোট লাইন সংখ্যা ২৭টি।
- "fġL তৈঙ্গল" সংকলন থেকে গৃহীত উপাদানে ও সমান্তরাল কাব্য ভাবনায় কবিতাটি রূপ পেয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি² x

- ‘আমার ও কালো কন্ডলই ভালো,’
- ‘কণ্ঠিপাথরে যাচাই করেছি প্রেম,’
- ‘সে যবে আসবে শহরের কাজ সেরে
তাকেই করব বিয়ে।’
- ‘দেখব অবাক চোখে,
খাবেন পুণ্যজন’
- ‘আমার কথায় এখন যে দেখি jġp aġ AġWz’

Sm c;J

জল দাও কবিতাটি প্রথম দুটি স্তবক আছে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা। এরপর আছে দেশছাড়া উদ্বাস্তু মানুষের কথা, কুরুক্ষেত্রে ভীম এবং বৃহন্নলা অর্জুনের গানের প্রসঙ্গে নদীর মোহনার গানের কথা। আর শেষে শিকড়ে অর্থাৎ মূলে জল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কবিতাটি ১৯৪৬ সালের গঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত।

- বিষু দে'র 'জল দাও' কবিতাটি 'অনিষ্ঠ' (১৯৫০, সেপ্টেম্বর) কাব্যের অন্তর্গত।
- "Sm c;J" কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- 'কবিতাটি দানা বাঁধতে শুরু করে ১৯৪৬ এর ১৪-২৫শে আগস্ট এবং শেষ হয় ১৯৪৭ এর গ্রীষ্মে।'

[বিষু দে]

- 'জল দাও' কবিতাটিতে হপকিসের 'Send my roots rain' Hl fīadl̥ 0f0z
- বিষু দে'র কবিতাটির সঙ্গে এলুয়ার 'You are every where' কবিতার সাদৃশ্য দেখা যায়।
- 'জল দাও' কবিতাটির মোট স্তবকের সংখ্যা-২০টি। কিন্তু ২০নং স্তবকের শেষে একটি লাইন সামান্য বিরতি দিয়ে শুরু হয়েছে। কবিতায় ৫ টি দাঁড়ি (I), এবং ১টি পূর্ণদাঁড়ি (II) আছে।
- "Sm দাও" কবিতাটির ৬টি পর্যায় রয়েছে।
- কবিতাটি 'অনিষ্ঠ' কাব্যের শেষ কবিতা।
- কবিতাটি যেসব ঋতুর উল্লেখ আছে - গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, বসন্ত।
- j;p - °hn;M, B0n̄, j;j0, g;0N̄, °0æz
- কবিতায় যে মরুভূমির উল্লেখ আছে - গোবি।
- 'জল দাও' কবিতাটিতে যে ফুলের উল্লেখ রয়েছে - শিমুল, পদ্ম, বেলফুল, কৃষ্ণচূড়া, লেবনর্ম, আমের মুকুল, মল্লিকা।
- কবিতায় যে নদীর নাম পাওয়া যায় তা হল - যমুনা, কাঁসাই, দামোদর, রূপনারায়ন, হলদি, সাতলা, রসুলপুর, j;aj; iPi, fcd̄z
- কবিতাটিতে যেসব স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় - LmL;aj, hcl n;im, Y;jL; j dē H0nu; q;JS; Q;VN;ij h;jL;K; jN0m, ab;I দেশ।
- কবিতায় যে পাখির উল্লেখ আছে - n;jmL, hL, L;jLz
- কবিতায় উল্লেখিত সাগর - Lo. L;nēf p;Niz
- কবিতায় উল্লেখিত মহাভারত চরিত্র - i fj, hqæmj, J AS0z

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি X

- 'ফাল্গুন আরম্ভে তার-
এ হিসাবে অবশ্য মাঘেই'
- 'কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর'
- 'সোনালি চাঁদের এই নীল নিধিকার আলোর বন্যায়'
- 'রূপনারায়নের-
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের --Z'
- 'পামীর আরালে কিংবা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে'
- 'মরিয়া বন্যার যুদ্ধে কখনো বা ফল্গু বা পল্লবে'
- 'তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমাতেই ঘাটের গাছে
- - - - -
জলদাও আমার শিকড়ে।।'

২৫শে বৈশাখ

২৫শে বৈশাখ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণ করে রচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির শ্রদ্ধা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেছেন ছন্দের মায়ায় যে ছবি আঁকি, যে গল্প, যে হাজার হাজার কবিতা রচনা করি তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে। ফাল্গুস্রোতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে যে রচনার সৃষ্টি হচ্ছে সে সবই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনন্দভৈরবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- বিষুৱ দেৱ ২৫শে বৈশাখ কবিতাটি ‘নাম রেখেছি কোমলগান্ধার’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শেষ কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের ‘কোমলগান্ধার’ কাব্যগ্রন্থ প্রথম বাক্যের অনুসরণে এই গ্রন্থের নজর
- কবিতাটির মোট স্তবক সংখ্যা ৪টি, পুংক্তি সংখ্যা ২২টি।
- ২৫শে বৈশাখ কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকে ৬টি চরনের পর একটি দাঁড়ি (I) ও শেষ স্তবকে ৪টিচরন শেষে পূর্ণ দাঁড়ি (II) আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি X

- ‘আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা,
হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যুষের হাজার সবিতা’-
- ‘রবীন্দ্র ব্যবসা নয় ; উত্তরাধিকার ভেঙে-ভেঙে’
- ‘রুদ্ধ উৎস ঝুঁজে পাই খরস্রোত নব - আনন্দেরা’
- ‘আষাঢ়ে শ্রাবনে আর আশ্বিনে অঘ্রানে হিম মাঘে’
- “ প্রাত্যহিক ফাল্গুস্রোতে লাখে-লাখে হাজারে - হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আমি সে তোমারই আনন্দভৈরবী।।”



teachinns

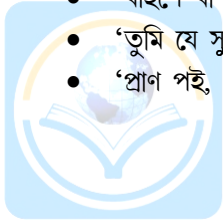
Nje

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিই এই কাব্যে ভেসে উঠেছে। এই কবিতায় বলা হয়েছে গায়ক বা গায়িকা গান করার সময় নিজে সুর আর স্রোতা হয়ে যায় গানের বিষয়। আর আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মাধুর্যের কথা।

- ‘গান’ কবিতাটি ‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- 'Nje' Lha;W " Aরান' পত্রিকায় ১৯৪২ এর ১লা মে তে প্রকাশিত হয়। ২২শে জুন গ্রন্থে ‘জনযুদ্ধ’ শিরোনামের 1ew Lha;W fLj;na quz
- ‘গান’ কবিতাটিতে মালতী ঘোষাল ও দেবব্রত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার প্রসঙ্গ রয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বলাকা’ (১৯১৬) কাব্যগ্রন্থের ‘Rবি কবিতার সাথে ‘গান’ কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
- কবিতার স্তবক সংখ্যা ৩টি এবং মোট পুংক্তি সংখ্যা ৪৮টি
- কবিতায় যে বিষয়গুলির উল্লেখ হয়েছে - ‘লালদীঘি’, এসপ্লানেড, শেয়ালদা, এছাড়াও নিহারিকার উল্লেখ রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- “‘মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
পরবাসে রবে কে এ পরবাসে--Z'”
- ‘দেবব্রত বিশ্বাসের উদাও গলায় একাত্মীকরণে’
- ‘বাইশে বা অন্য কোনো দিন হয়তো বা দোসরা শ্রাবনে’
- ‘তুমি যে সুদূর নিহারিকা যারা করে আছে ভিড়’
- ‘প্রাণ পই, গান চাই শেয়ালদার বাস্তুহারা শেভে।।’



Teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 8**পদ্যেব চর (1901 -1960)**

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ অক্টোবর। পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাতা হলেন ইন্দুমতী বসুমল্লিক। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু - ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে। 'পরিচয়' পত্রিকা করেন ১৯৩৮ শ্রাবণ এ (১৯৩১) ত্রৈমাসিক অবস্থায় পাঁচ বছর মাসিকে সাত বছর সম্পাদনা করেন। ২৫শে জুন ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে কবির প্রয়াণ ঘটে।

- 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ (১৯৫৩) বঙ্গাব্দে, এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৯৬২ (১৯৫৫) বঙ্গাব্দে।
- নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের নির্বাচনে ১৯৬০ সালে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে সম্মানিত হয় 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থ।
- "পৃথিবী Lihēnē U EvpNLI; হয় 'আবু সয়ীদ আইয়ুব বন্ধুবরের করকমলে'।
- 'সংবর্ত' কাব্যের মোট কবিতা সংখ্যা - 23৫২

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :-

- 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের আত্ননাদ'
[চরিত্র: অক্ষয়, BdehL h;wm; Ljhē fēl Ou]
- 'মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যদর্শই আমার অধিষ্ঠ'
[পদ্যেব চর; "pwhaL i ūj L; Awn]
- "সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুর্গহ এবং এই দুর্গহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াস সাপেক্ষ।"
[বুদ্ধদেব বসু; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ]
- "জগতে ভগবান যদি না থাকেন, প্রেম ও ক্ষমা যদি অলীক হয়, তাহলে মানুষ তার অমর আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ করেই জগৎকে অর্থ দিতে পারে। এই আবেগের পরম ঘোষণা ১৯৪০ এ লেখা সংবর্ত কবিতা; "
[বুদ্ধদেব বসু; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ]

Lha;I ej	Ljhēnē U	কাব্যগ্রন্থের fL;inL;im	মোটপৃষ্ঠা ও fwhēS ²	Lha;I lQe;L;im	f;bj m;Ce	শেষ লাইন
১। জেসন	pwhaL	1360	Uhl - 8 fwhēS ² -72	৩ ফেব্রুয়ারি 1939	'বহু কষ্টে শিখেছি সাতার'	"c;āfu, üUj fNcaL'z
2z pwhaL	pwhaL	1360	Uhl - 6 fwhēS ² -166	৬ সেপ্টেম্বর 1940	"HMeJ h;ol দিনে মনে তাকে',	"a; p;el, S;le ej'z
3z kk;ta	pwhaL	1360	Uhl - 5 fwhēS ² -110	18 j;on 1953	"EšēZNI f' in, heh;ip f;f;el প্রাজ্ঞদের মতে'	'যাকে কেন্দ্র করে ছোট দিগবিদিকে pjā-ej j;ā ?

ককিতা

পঞ্চাশোৰ্ধ এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর নৈরাস্য বিলাপে। এই কবিতা আমাদের মনে এক বিষাদ ও বেদনাবোধক সৃষ্টি করে। মহাভারতে যে যযাতিকে আমরা পাই, তাকে এক নবরূপ দান করেছেন কবি। যদি এখানে যযাতির গল্প মুখ্য নয়, মুখ্য আপাত যৌবনের জন্য আৰ্তি। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরোধ এ যুগের পদে পদে মানবজীবনের নিয়তিকে যেন ব্যক্ত করে এ কবিতা। আমরা সবাই যেন যযাতি। আপর, হতাশা জীবনানুরাগ নিয়ে আমরা দুর্লভ্য অসীমের ব্যুহে বন্দী। স্বর্নময় অতীত কিংবা রঙিন i 00y৭ কিছুই আমাদের শান্তি দেয় না। শুধু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা আমাদের ক্লান্ত করে এটাই এযুগের ভাষা।

- "kk;ta' l 10e;Ljm 18 j;001953z
- "kk;ta' Lha;u n;00; - দেবযানী, শুক্রাচার্য ও পুরুর নাম আছে।
- "kk;ta' Lha; l ÛhL pWME; - ১২টি এবং মোট পুংক্তি সংখ্যা - 1100/z
- f;00; f;00; l r;f, গুপ্তচর; ঘেরা প্রসাদের কথা আছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- 'উত্তীর্ণ পঞ্চাশ; বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে'
- 'পুষ্টি চীন থেকে পের; প্রতিক্রিয়া মানে না সিন্ধব'
- 'সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গনেশের কাছে;'
- "e;00C 0ha0;cz HjeL Ef00h q;0e'
- 'অজাত পুরুষ সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।'
- "যাকে কেন্দ্র করে ছোট্টে দিগ্ বিদিকে সমুদ্র-e; j l; ?'



Teachinns
Text with Technology

Sub Unit – 9

Agü Qæhañ

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি অমিয় চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে মাতুলালয়ে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ১০ই এপ্রিল জন্ম গ্রহন করেন। কবির আদি নিবাস ছিল পাবনায় পদ্মাপারো। কবির পিতার নাম - দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী Hhw j:ajl ej - অনিন্দিতা দেবী। কবির পুরো নাম - অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী। অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-সচিব ছিলেন ১৯২৬ - ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ‘একমুঠো’, ‘পারাপার’, ‘পালাবদল’, ‘পুষ্পিত ইমেজ’, ‘ঘরে ফেরার দিন’ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যু পলজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ১২ই জুন ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :-

- “সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলমন্ত্র।”
[বুদ্ধদেব বসু কবিতা পত্রিকা]
- ‘অমিয় চক্রবর্তী আঙ্গিকের একটা বিচিত্র আবহ’
[চন্ড্র ঞেফjWE, BdæL h:jwmj LjhæfæOu]
- “শব্দ ব্যবহারের ভঙ্গি যেমন তিনি কিছুটা হপকিন্সের কাছ থেকে সচেতনভাবে শিখেছেন তেমনি ছন্দ ব্যবহারেও খুব সাবলীলভাবে হপকিন্সের দারস্থ হয়েছেন।”
[মঞ্জুভাষ মিত্র, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব]
- “আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তিনি এ যুগের প্রবীন ‘আধ্যাত্মিক’ কবি - (dLç) HC dæjæñl pWNaal LhI প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্ব জর্জর আধুনিক মানস - এক অনিকেত ছিন্নমূল সত্তা - pjeu kyl Ljæ dLç!BSJ Afæfæuz”
[চন্ড্র ঞেফjWE]

æhñQa Lhaaj

Lhaajl ej	কাব্যগ্রন্থের নাম	কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল	fbj m:Ce	শেষ লাইন
Ol	"Mpsj"	1938	‘বাড়ি ফিরেছি’	‘ফিরে আসার সাঁঝ’।
চেতনা স্যাকরা	‘একমুঠো’	1939	‘সোনা মনাই। সালের বাঁ পাশে গয়না’	সোনার মার নাও সঙ্গে পারো তো কিছু কিনো - থাক, চাইলে খদের ধরতে।
‘বড়োবাবুর কাছে নিবেদন’	‘মাটির দেয়াল’	1941	a:jmLj fUð	‘hyQhjl pjbLaj’
pWNa	"Aci ' je hpç"	1943	‘মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর’	‘মেলাবেন তিনি মেলাবেন’
ñhej u	"fi jfi "	1953	‘তার বদলে পেলে’	‘এও কি রেখে গেলে’।

01

"01" কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির অমোঘ সৌন্দর্যের প্রতি কবির মনের আকর্ষণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি কবির মনের টানও। কবির আপন চেনা জগৎ এখানে হয়ে উঠেছে আত্মার আত্মীয়া। ঘরের প্রতি কবির মনের টান তথা বাড়ি ফেরার টান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

- 'ঘর' কবিতাটি খসড়া (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- 'Mpsj' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় হৈমন্তী দেবীকে।
- 'ঘর' কবিতাটি 'খসড়া' কাব্যগ্রন্থের ২১তম কবিতা।
- 'ঘর' কবিতার মোট পংক্তি সংখ্যা - 18২
- "üi' Lñhai ÜhLpwMfj - ৩টি প্রথম স্তবকে ৪টি চরন, দ্বিতীয় স্তবকে ৪টি চরন, একত্রে ও পঞ্চম চরন একটু তফাতে, তৃতীয় স্তবকে ৯টি চরন।
- 'কবিতা' পত্রিকায় 'খসড়া' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেন -
"বিস্ময়কর বই . . . একেবারে আধুনিক, একেবারেই অভিনব। . . . মনে হয় 'খসড়া' প্রকাশের পরে অমিয় চক্রবর্তীকে উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাঙালি কবিদের অন্যতম বলে মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়।"

উল্লেখযোগ্য পংক্তি :-

- Bjil fñhf
এখানেই শেষ।
- চোখের তৃষ্ণায় ফিরেছি।
- অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়।
- সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ।
- ফিরে আসার সাধ।

Text with Technology

চেতনা স্যাকরা

‘চেতনা স্যাকরা’ কবিতাটি কবি চেতনার প্রতীকী ব্যঙ্গনা হিসেবে সমাজব্যবস্থার বিকৃত রূপটি তুলে ধরেছেন যেখানে তিনি দেখিয়েছেন সমাজের যা সুন্দর; স্বাভাবিক তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দার্শনিক ভাবনা মর্মবানী রূপস্পষ্ট চেতনার অন্তরালে স্বাস্থ্যকর সমাজব্যবস্থার নিগঢ় ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে।

- ‘চেতনা স্যাকরা’ কবিতাটি ‘কবিতা’ পত্রিকার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ কার্তিক সংখ্যায় (অক্টোবর - নভেম্বর ১৯৩৯) fLj0na quz
- ‘চেতনা স্যাকরা’ কবিতাটি ‘একমুঠো’ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম কবিতা।
- কবিতাটিতে মোট পুংক্তি সংখ্যা - 56z
- ‘চেতনা স্যাকরা’ কবিতার সঙ্গে এলিয়েটর Prelude L0hajW LIj quz
- ‘একমুঠো’ কাব্যের প্রথম সংস্করন - পৌষ 1346 h0qjèz
- অমিয় চক্রবর্তীর ‘দুর্যোগের সাহিত্য’ রচনাটিতে একটি কথার সঙ্গে চেতনা স্যাকরা কবিতার কিছুটা মিল খুঁজে পাই - “সাহিত্যের কাজ আজও যা কালও তাই ছিল। অর্থাৎ সত্যবলা, সবখানি সত্যবলা। নিজের জীবনের অন্ত্যযোগে নিঃসৃত যে প্রকাশ সেই আন্তরিক সর্বাঙ্গিক সত্য ফুটিয়ে তুলতেই লেখকের সাহিত্যিকথা।”

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘কাচের বাক্রে, জানালায় দ্রষ্টব্য; জানলার উপর সয়না’।
- ‘ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর’।
- ‘অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী সাৎসেতে গলির ঘরে ইঁদুর-i l|’,
- ‘সুখ ভরা পান, দৃশ্য গুলিউড, মোক্ষের পিলটি’।
- ‘ভিড়ে কাচ ভেঙে না; বুলি, বুলি, রাম রাম বলো ময়না বলো ফার্শি, আরবি, ধার্মিক গজল - ফিরে গলির গর্তে’।

বড়োবাবুর কাছে নিবেদন

‘বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন’ কবিতাটিতে বড়োবাবু নির্বাসিত কেরানির কাছ থেকে কী কী কেড়ে নিতে পারবে না তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যার মধ্যে আধুনিক বাস্তবতার বিষয়টিকে দৃঢ়দৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্যতায় উপস্থান করেছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে আত্মঅহংকার, আত্মগাভির্য যেখানে তিনি বলেছেন - বাস্তবভিটের অস্তিত্ব, চাকরের আমিত্ব, ভোরের আকাশ, কুয়োর ঠান্ডা জল, গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি, ভালোবাসা, বহু চেষ্টা করে যা কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। প্রসঙ্গ স্মৃতিবিদীর্ণ স্মৃতিচারণ করেছেন শত শতাব্দীর দূর সংসারে স্মৃতিরোমন্বনে বাঁচবার সার্থকতা কেরানির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

- ‘বড়োবাবুর কাছে নিবেদন’ কবিতাটি ‘মাটির দেয়াল’ কাব্যের অন্তর্গত।
- ‘মাটির দেয়াল’ কাব্যগ্রন্থ প্রথম সংস্করন মাঘ ১৩৪৮, দ্বিতীয় সংস্করন শ্রাবণ ১৩৫০ কবিতাভবনের ‘এক পয়সায় একটি’ সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ।
- L0haj0 f00S'2 p0M0j - 27W J 0hLp0M0j - 50Wz
- "Bd0L h0wmj Ljh0 f0l0u" - রচনাটি দীপ্তি ত্রিপাঠী, অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে বলেছেন - "A0ju 000ha0 প্রকরনের বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রচ্ছন্নতা, সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা মিল আছে।”

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- হই না নির্বাসিত কেরানি।
- যতদিন বাঁচি ভোরের আকাশে চোখ জাগানো।
- c0j-সংসারে এলো কাছে
h00h0l p0b0l0ajz

পূর্বসূচী

‘সংগতি’ কবিতার মাধ্যমে নবযুগের ইঙ্গিত করেছেন যেখানে -

■ তিনি পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে সংগতি বিধানের একটি বানী প্রয়োগ করেছেন। যেখানে পোড়ো বাড়ির সঙ্গে ভাঙা দরজার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া আপাত দৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হলেও, কবি কোন এক শক্তির উপর আস্থা রেখে সংগতি বিধানের বিষয়টিকে পাথেয় করে তুলেছেন। পৃথিবীতে জীবনের ভাঙা-সঁজ, পট-ধুংস ভালো-মন্দ সবকিছুকে পাশাপাশি রেখে সেগুলির মধ্যে মিলন সাধনে অর্থাৎ সংগতি বিধানে প্রয়াসী হয়েছেন কবি।

- ‘অভিজ্ঞান বসন্ত’ (১৩৫০) কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ পর্যায় বা গুচ্ছ সূর্যখন্ডিত ছায়ার অন্তর্গত প্রথম প্রকাশ হয়। পরিচয় পত্রিকায় মাঘ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৪)।
- ‘অভিজ্ঞান বসন্ত’ কাব্যের প্রথম সংস্করন - 1350z
- কবিতায় মোট পুঙ্খসংখ্যা - 36z
- ‘সংগতি’ কবিতায় ‘মেলাবেন’ শব্দটি - 11 hjl ব্যবহৃত হয়েছে।
- কবিতায় মেলাবেন তিনি মেলাবেন কথাটি - ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুঙ্খ :-

- i) পোড়ো বাড়িটার / ঐ ভাঙা দরজাটা।
- ii) মারী কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,
- iii) পান নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা।
- iv) দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা।
- v) সমাজধর্মে আছি বর্মেরে আঁটা, / মেলাবেন তিনি মেলাবেন।

‘বিনিময়’ কবিতায় কবি ব্যক্তিজীবনের পার্থিব বিষয় আসয় নয় মনোজাগতিক প্রশান্তির বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে ব্যক্তির মনের চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে পরাধীনতা, সুখ বিসর্জন দিয়ে, দুঃখ গ্লানি বরন করার দৃশ্য Lhaju 0f0z Lhaju jh0t সর্বস্ব হারানোর এক নৈসঙ্গিক মনোবেদনার মনোযন্ত্রনার চিত্র।

- কবিতাটি ‘পারাপার’ (১৯৬০) কাব্যগ্রন্থের ‘ছড়ানো মার্কিনি’ এর অন্তর্গত পঞ্চম কবিতা।
- Lhaji fw0S'pwMEj - 16z

উল্লেখযোগ্য পুঙ্খ :-

- i) তার বদলে পেলে / সমস্ত ঐ স্তব পুকুর।
- ii) একলা বুকে সবই মেলে।
- iii) ফিরে কেউ-এ-চাওয়া / এও কি রেখে গেলো।।

Sub Unit - 10

সমর সেন (১৯১৬ - 1987)

জন্ম কলকাতার বাগবাজারে বিশ্বকোষ লেন-এর বাড়িতে। আদি নিবাস ঢাকা মানিকগঞ্জ, সুয়াপুর। পিতা অরুণচন্দ্র সেন। মাতা চন্দ্রমুখী দেবী ছিলেন বঙ্কিম-বান্ধব জগদীশনাথ রায়ের দৌহিত্রী। পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন বাংলা সহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ও ইতিহাস প্রণেতা। তিনের দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবিতার বিষয় ও রীতির বিশিষ্টতা বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক ‘কবিতা’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯৩৪) খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় ১৯৪৬ খ্রিঃ qWjvC কবিতা লেখা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। নতুন কাব্যরীতি ও রোমান্টিকতাবর্জিত তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগ সমর সেনের কবিতাকে স্বতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে। তাঁর কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে ‘গ্রহন’, ‘নানাকথা’, ‘খোলাচিঠি’, ‘তিনপুরুষ’। সমর সেনের কবিতা, প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রিঃ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘বাবুবৃত্তান্ত’ ১৯৭৮ এ fLj0na quz

- ১৯৬৪ সালের এপ্রিলে হুমায়ুন কবীরের আহ্বানে ‘নাও’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। নাও থেকে বিতরিত হবার হপ্তাদুয়েক পরে নতুন পত্রিকা-‘ফ্রন্টিয়ার’ এর প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হত বাংলা নববর্ষে। এছাড়া ‘কবিতা’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সমর সেন। তৃতীয় বছর থেকে kMf pCfjclZ

❖ উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

- "Samar Sen is an upto date representative poet. He needs to be progressive informing himself with a sense of history." (dSjWপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)
- সাহিত্যে এর লেখা টাঁকসই হবে বলেই বিশ্বাস হচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
- ‘সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নীতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে কয়েকটি কবিতা একসঙ্গে লাগতে পারে। (বিষ্ণু দে ; ‘সাহিত্যের ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধে)

Lha: ej	lQe:Ljm	fbj m;Ce	শেষ লাইন
মেঘদূত	1934-1937	পাশের ঘরে একটি মেয়ে ছেলেভুলানো ছড়া গাইছে।	Lf Be%c fJ p; e ধারনে
মহুয়ার দেশ	1934-1937	মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলপ্রোতে অলস সূর্য দেয় একে।	কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন
একটি বেকার প্রেমিক	1934-1937	চোরবাজারে দিনের পর দিন 0ধ	h%eL pi f%a: n%f j i t;
Eh%h%e	1934-1937	তুমি কী আসবে আমাদের মধ্যবিভক্ত রক্তে।	Bl La %ce
j %S?	1934-1937	হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো	নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর %ep%

মেঘদূত

পাশের এক ঘরে একটি মেয়ে ছেলে ভুলানোর গান গাইছে- সে সুর ক্লান্ত এবং বারে যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে। বর্ষাকালে যখন চারিদিক ভেসে যাবে তখন তোমার মনে মিলনের সাধ জাগ্রত হবে। মেয়েটিকে তাই প্রশ্ন করে কবি প্রেমে কি আনন্দ আর সন্তান ধরনেই বা কি আনন্দ।

- সমর সেনের ‘মেঘদূত’ কবিতাটি ১৯৩৪ - ১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত।
- মেঘদূত কবিতার স্তবক সংখ্যা ২টি।
- মেঘদূত কবিতার পংক্তি সংখ্যা ১৫টি।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- পাশের ঘরে
একটি মেয়ে ছেলে ভুলানোর ছড়া গাইছে।
- তোমার মনে তামিল মিলনের বিলাস
ফিরে তুমি যাবে বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
- হে চান মেয়ে ; প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কি আনন্দ পাও সন্তান ধরনে?

মহুয়ার দেশ

অলস সূর্য সন্ধ্যার জলস্রোতে গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ ঐকে দেয়। শীতের দুঃস্বপ্নের মতো ঐকে দেয়। ঘুরে ফিরে আসে। অনেক দূরে আছে মহুয়ার দেশ। পথের দুধারে সেখানে দেবদারু ছায়া ফেলে। মহুয়া বনের ধারে কয়লাখনির মধ্য শব্দশোনা যায় আর সকাল অবসানে মানুষের শরীরে দেখা যায় ধুলোর কলঙ্ক। ঘুমহীন তাদের চোখে দেয় হানা কিসের ক্লান্তি।

- ‘মহুয়ার দেশ’ কবিতাটি ১৯৩৪ - ১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত।
- ‘মহুয়ার দেশ’ কবিতায় স্তবক সংখ্যা ২টি।
- কবিতাটির মোট পংক্তি সংখ্যা ২২টি।
- প্রথম স্তবকে ১৪টি পংক্তি ও দ্বিতীয় স্তবকে ৮টি পংক্তি আছে।
- কবিতাটি ‘কয়েকটি কবিতা ও গ্রন্থ’ কাব্যগ্রন্থ (১০৪০) থেকে নেওয়া হয়েছে।

একটি বেকার প্রেমিক

কবি চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ান। সকালে ক্লান্ত গনিকারা কলতলায় কোলাহল করে। খিদিরপুরে ডকে জাহাজের শব্দ শোনা যায়, কবির ঘুম না এলে ফিরিস্তি মেয়ের উদ্ভূত নরমবুক দেখেন। আর বলেন - মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও উদয় নতুন পৃথিবীর। সকালে ঘুম ভাঙে আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে বনিক সাঁতরাতে

- Lhajiwi fweš² pweŋj 15z
- খিদিরপুর ডকে জাহাজের আওয়াজের প্রসঙ্গ আছে।
- সকালে গনিকাদের কোলাহল শোনা যায় কলকাতায়।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- হে প্রেমের দেবতা ঘুম যে আসেনা, সিগারেট টানি।
- মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
- আর সমস্তক্ষন রক্তে জ্বলে
hæL pi fɑj| œf j l|i ʤz

EhMf

ক্লান্ত উর্বশীকে আহ্বান করেছেন কবি, মধ্যবিভের রক্তে আসার জন্য। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন তরে বিষন্ন বদনে উর্বর মেয়েরা আসে। মিশে যাবো কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি কত দীর্ঘশ্বাস, কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো।

- Lʰajʋl fwʃz² pwMfj 10z
- Lʰajʋl 1934-১৯৩৭ এর সময় পর্বে রচিত।
- চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের প্রসঙ্গ আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিভ রক্তে।
দিগন্তে দূরন্ত মেঘের মতো।

- La Aaʃ l|œl rda Lʰʃz
La cʰhʃp
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো
আরো কত দিন!

Text with Technology

jʃz²

AaLj| এল হিংস্র পশুর মতো পশ্চিমবঙ্গের আকাশ রক্ত করবীর মতো লাল ; মাটিতে কেতকীর গন্ধ; সেই অন্ধকার কুমারীর দেহে কামনার চিহ্ন ঐকে দেয়। কিন্তু পাহাড়ের ধূসর স্তরুতায় কবিকে শান্ত ও সুদূর নির্জন দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ করে রেখেছে।

- Lʰajʋl ũhL pwMfj 2z
- Lʰajʋl fwʃz² pwMfj 12z
- প্রথম স্তবকে ৭টি চরন ও দ্বিতীয় স্তবকে ৫ টি চরন আছে।
- মুক্তি কবিতায় যে ফুলের নাম আছে - রক্তকরবী, কেতকী।
- উপমা : তখন পশ্চিমের জলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল।

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- সে অন্ধকার জেলে দিল কামনার কল্পিত শিখা
কুমারীর কমনীয় দেহে।
- আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর tɪp%z

Sub Unit - 11

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ - ২০০৩)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯ সালে মাঘ সংক্রান্তিতে, কৃষ্ণনগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা যামিনীবালা দেবী। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘fciḡaL fLiḡa quz ayl AefiḡeL LihēNḡU...ḡmI’ মধ্যে রয়েছে ‘অগ্নিকোন’, ‘চিরকুট’, ‘ফুল ফুটুক’, ‘যতদূরে যাই’, ‘কাল মধুমাস’, প্রভৃতি। তিনি ‘হাফিজ হিকমত’ ও ‘পাবলো নেরদার’ কবিতা অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন।

- ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্ভের যুগ্ম সম্পাদক। পরে প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে হয় অন্যতম প্রধান সংগঠক।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :-

- “কবি হিসাবে শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। নানা পত্র - fḡeLiḡu Lihē - সংকলনে তাঁর কবিতা এতদিনে মুঠ বিস্ময়ে পড়ে এসেছি।” [সন্দীপন চর্চা-fiḡdḡu - ‘মহোজ্জ্বাদাডো’ পত্রিকা]
- সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন ইজেক্টিভ কবি, চিত্তচমৎকুমারী তাঁর ছন্দ, বেশ তাঁর কবিতায় সঙ্গে তুলনীয় সাম্প্রতিক কোন কবিতা সমালোচক পাননা। [সন্দীপন চর্চা-fiḡdḡu - মহোজ্জ্বাদারো পত্রিকা]
- “তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়। মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি সংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে ḡate nḡSḡ jjez” [বুদ্ধদেব বসু: কালের পুতুল]
- “তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্য জীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি প্রকৃতি - বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না।” [বুদ্ধদেব বসু: কালের পুতুল]

Lḡaḡi ej	jḡLiḡe J IḡeLiḡm	fḡj mḡCe	শেষ লাইন
fḡUḡh : 1940	fciḡaL 1938 - 1940	প্রভু যদি বল অনুক রাজারা সাথে msḡC	চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান
মিছিলের মুখ	অগ্নিকোন ১৯৪৮	মেছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ মুষ্টিবদ্ধ HLḡ nḡḡea qia	দুটি হৃদয়ের সেতু পথে পারাবার করতে পারে।
gḡh gḡḡL ej gḡḡL	gḡh gḡḡL 1951 - 1957	gḡh gḡḡL ej gḡḡL BS hpḡ ¹	দড়ি পাকানো সেই গাছ তখন হাসছে।
যেতে যেতে	যতই দূরেই যাই 1962	তারপর যেতে যেতে যেতে এক ecḡ সঙ্গে দেখা	তারপর ? কী বলব সেই রান্ধুসীই আসকে খেল।
পাথরের ফুল	যত দূরেই যাই 1962	ফুলগুলো সরিয়ে নাও আমার লাগছে।	আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যাখ্যা ভুলিয়ে ḡeLZ
Lḡm j dḡḡip	Lḡm j dḡḡip 1966	বার বার ফিরে ফিরে আসা নয় fiḡfiḡlZ	hmmḡj aḡ Liḡe kḡ aMe আমাকেনিয়ে যন্ত্রনায় নীল।

১৯৪০

কবি প্রতিবাদী মানসিকতায় বলেছেন তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। বেকাররা মৃত্যুকে ভয় করে না। তীর ধনুক নিয়ে কবি প্রতিবাদ করতে বলেছেন। এতদিন অস্ত্র মেলেনি তাই তান ভেঁজেছি আজ আর তান নয়, কোকিলের দিকে চোখ না ফিরিয়ে যুদ্ধে প্রান দেবেন।

- LhajiW 1938 - ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যে ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাব ও মাকে উৎসর্গ করেছিলেন।
- কবিতার স্তবক সংখ্যা ৪টি ও লাইন সংখ্যা ৪টি ও মোট লাইন সংখ্যা ১৭টি।
- ‘প্রস্তাব ১৯৪০’ কবিতাটির প্রচ্ছদ শিল্পী হলেন অনিল ভ-।QkH
- LhajiWl fbm সংস্করণ হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘কোনো দ্বিরুক্তি করব না; নেবো তীর ধনুক
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি খোড়াই;’
- ‘হে সন্তদাগর, - সেপাই, সান্নি সব তোমার’।
- ‘অস্ত্র মেলেনি এতদিন; তাই ভেঁজেছি তান।
Ai fip Rm afl -ধনুকের ছেলেবেলায়’।
- ‘চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান’।

মিছিলের মুখ

কবি মিছিলে একটি মুখ দেখেছিলেন, মুষ্টিবদ্ধ শানিত হাত আকাশের দিকে নিষ্কিপ্ত। জনসমুদ্রের মাঝে সেই মুখ ফসফরাসের মত জ্বলজ্বল করছিল। কবি সেই কুঞ্চিত মুখ আহ্বান করেছেন বারবার।

- ‘মিছিলের মুখ’ কবিতাটি ‘অগ্নিকোন’ (১৯৪৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতাটি ‘অগ্নিকোন’ কাব্যের চতুর্থ কবিতা।
- কবিতাটি কবি সিঙ্গাপুরে যে তিনজন শহীদ বৃটিশের ফাঁসি কণ্ঠে আন্তর্জাতিক গান গাইতে গাইতে প্রান দিয়েছে তাদের কে উৎসর্গ করেছেন।
- এই কবিতায় মোট স্তবক সংখ্যা - 5W J fWtS² pWMej - 38Wz

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ’,
- ‘ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বল করতে মিছিলের সেই মুখ’।
- “আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন মিছিলের একটি মুখ।”
- “আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালোবাসা
দুটি হৃদয়ের শেতুপথে
পারা পার করতে পারে।।”

gñ gVL ej gVL

gñ gVL ej gVL আজ বসন্ত। শানবাঁধানো ফুটপাতে এক কাঠখো-এ গাছ। রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো আইবুড়ো মেয়ে। তার গায়ে প্রজাপতি এসে বসল। সে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। যার বিয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই তার স্বপ্ন দেখতে নেই। অন্ধকারে মুখে চাপা দিয়ে যেন দড়িপাকানো গাছটা হাসছে।

- LñajW "gñgVL" (1931 - ৫৭) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতায় কাঠখো-এ একটি গাছের উল্লেখ আছে।
- কবিতায় প্রজাপতির উল্লেখ আছে।
- LñajWl ÛhL pwMŁj - 6W Hhw fñŁŁ? pwMŁj - 1Wz
- সিদ্ধার্থ দাসগুপ্ত সম্পাদিত 'কালপুরুষ' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ / ১ম খন্ড) ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত অলোক রঞ্জন দাসগুপ্তকে একটি চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানায় -
"ফুল ফুটুক না ফুটুক লিখেছিলেন সম্ভবত ৫৬ সালে। . . . লিখেছিলাম কলকাতায় হয় বাড়িতে বসে নয় চা খানায় কিংবা ছাপাখানায়। তবে এটা মনে আছে যে গোড়ার ওলাইন অগোছালোভাবে কয়েকটা টুকরো কাগজে বছর তিন চার আগে অসম্পূর্ণ অবস্থায় খসড়া কাঁজ Rmz"

উল্লেখযোগ্য fñŁŁ? :-

- gñ gVL ej gVL / BS hpŁ?
- "H-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে"
- "অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে / দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।"

যেতে যেতে

যেতে যেতে এক নদীর সঙ্গে দেখা যার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা এবং পরনে নীল ঘাগরা। এই নদীর দুটি মুখ একটি মুখ ছুটে চলে গেল অন্য মুখে এসে সাপ্তনা দেয় কাঁধে হাত রাখে দের ভরসা।

আলোজ্জ্বলা প্রকান্ত শহরে স্বর্গের শিড়িতে বসে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা যে কবির আঙুলে আঙুল জড়াল এবং বলল সে কবির জন্য অপেক্ষা করছিল। সে বোঝাল যে তুমি আশা, তুমি আমার জীবন। এই গল্পটা রোমান্টিক গল্প বলে বুড়োদের ভালোলাগছে আগের গল্পটা ভালো নি তাতে রোমান্টিকতা ছিল না বলে।

- 'যেতে যেতে' কবিতাটি 'যত দূরেই যাই' (১৯৫৭ - ১৯৬০) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটি কবি বন্ধু অশেষ ঘোষকে উৎসর্গ করেছেন।
- 'যত দূরেই যাই' কাব্যটির জন্য কবি ১৯৬৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।
- LñajW cW fñŁŁi ŁŁ?

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- 'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা'।
- 'গল্পটার কোনো মাথা মুড়ু নেই বলে
বড়োখাড়িদের একেবারেই / ভালো লাগল না'।
- 'দেখি চুল এলো করে বসে আছে
HL flj; pñŁŁ? i;SLŁŁ?z . . .
- "ajl fl ? LŁ hml -
সেই রান্ধুসিই আমাকে খেল'।।

পাথরের ফুল

পাথরের ফুল কবিতাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে কবি বলছেন এক মৃতদেহের প্রতিবাদ সকাল থেকে সন্ধ্য পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তার গলায় মালার পর মালা চাপানো হচ্ছে মৃতসবের পাথরের মতো মনে হচ্ছে ফুলের মালা, লোকটা কার মুখ দেখে উঠেছিল তার এমন দশা বলে কবি আক্ষেপ করছেন।

দ্বিতীয় স্তবকে শবদেহ নিয়ে সভার আয়োজন। তার ছেলে ছেঁড়া জামা পরে এক কোনে বসে আছে। কবি তাকে আশ্বাস দেয় তৃতীয় স্তবকে কবি বলছেন ফুল পছন্দ করেন করেন না পছন্দ করেন আগুনের ফুলকি কারন সে মিথ্যা বলেন।

- ‘পাথরের ফুল’ কবিতাটি ‘যত দূরেই যাই’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত পঞ্চম কবিতা।
- ‘পাথরের ফুল’ কবিতাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা ‘বাইশে শ্রাবণ’ কবিতার সঙ্গে এ কবিতার সাদৃশ্য আছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- ‘পাথরটা সরিয়ে নাও / আমার লাগছে’।
- ‘ফুলের দোকানে ভিড়।
লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল?’
- ‘ফুলের ওপর কোনোদিনই আমরা টান নেই।’
- ‘স্তুপাকার কাঠ আমাকে নিক’।

Lm j dʒip

যৌবন পেরিয়ে জীবনের শেষ সীমান্তে এসে কবি স্মৃতিচারণা করেছেন - চাষির বীজবোনা ট্রাম, ধূতি পরা লোক তুবড়ি, দেশালাই, eje! Lমের ফল, হারানবাবু বুড়ি পিসিমা যেমন ছিল তেমনই আছে। জীবনের শৈশব বাধকাঁ পর্যায়ে মনের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, বাসনা, সমস্ত বিষয়গুলিকে তিনি দেখিয়েছেন। কাল মধুমাস - ahʒ Lʃ kʒ:ju eʃmz

- ‘কাল মধুমাস’ কবিতাটি ‘কাল মধুমাস’ (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা।
- কবিতাটি আকৈশোর আমার কবিতার আক্সান্ত পাঠক রামকৃষ্ণ মৈত্র বন্ধুবরেন্দ্রদের উৎসর্গ করেছেন।
- ‘কাল মধুমাস’ কবিতাটি ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত।
- অরুণ সেন ‘কাল মধুমাস’ কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় লেখেন -
“চল্লিশের কবিদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে টানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং মনন্স রায়ের কবিতা। মনীন্দ্র রায়ের ‘L্দের নিস্বন’ গত বছর বেরিয়েছে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘কাল মধুমাস’ এ বছর জ্যৈষ্ঠে। দুজনকেই এখন সময়কে নিয়ে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।”

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- “এখন কথাটা হল, / কখন কী ভাবে / যাবে -
আকাশের কেমন আবহাওয়া।”
- ‘ইদানীং ডান কানে / ইস্ / একদম শুনছি না -’
- ‘আজ বছরের HC fʃbj j l ɔj . . z’
- ‘নাম নওগাঁ / আজ মফস্বলে এক নগন্য শহর।’
- ‘ছো- তিন ফুট উঁচু টিবিটায় উঠে তিনি রোজ ...’
- ‘কাঁথিতে কোথাও কোনো সমুদ্রের ধারে’
- ‘রা তখন আমাকে নিয়ে মন্ত্রনায় নীলা।’

Sub Unit - 12

শক্তি চর্চা (1933-1995)

শক্তি চর্চা 1933 সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহুগ্রামে তাঁর জন্ম। ছোটবেলাতেই তিনি বাবাকে হারান। এরপর ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায় ‘যব’ নামের কবিতাটি লিখে তিনি সাহিত্যরসিকদের চোখে পড়েন। কবিতা সাপ্তাহিকী পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি আলোড়ন তুলেছিলেন কবিতাজগতে। এছাড়াও ‘প্রগতি’ নামের হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন যা পরে ‘বহিঃশিখা’ নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫১। বিশ্বভারতীতে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অতিথি-অধ্যাপক থাকাকালীন হঠাৎ হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ মার্চ, ১৯৯৫ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

❖ abf x

- 1970-৯৪ এই সময় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করতেন।
- এক সময় ‘রূপচাঁদ পক্ষী’ ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন।
- ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৮৩ তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।
- প্রথম রচনা ‘নিরুপমের দুঃখ’।
- প্রথম কাব্য ‘হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ’ (1367)
- প্রথম উপন্যাস ‘কুয়োতলা’ (১৯৬১)
- ১৯৬২ তে ‘হাথরি আন্দোলন’-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায় ‘যব’ কবিতা লিখে সাহিত্যজগতে প্রবেশ।
- তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এছাড়াও ‘ভারবি’ কৃতিবাস পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
- শক্তি চর্চা-পাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ - *Shiksha: The Journey of a Poet*
- ১৯৭৫ এ ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ কাব্যগ্রন্থের জন্য আনন্দ পুরস্কার পান।
- ১৯৯৪ এ পেয়েছে সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গঙ্গাধর মেহের স্মৃতি পুরস্কার পান।
- *Shiksha* পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শক্তি চর্চা-পাধ্যায় বলেছিলেন -
“ধর্মে আছো জিরাফেও আছো”তে রবীন্দ্রনাথের মতো ভাষায় লেখারট চেষ্টা করেছি। এর একটা কারন ছিল। তখন অনেকেই বলত আধুনিক কবিতা সাধারণের জন্য নয়।

[fçhã ; n;lcwM; 1387]

Lhaji ej	jhljh J lQejLjm	fœLj	fbj m;Ce	শেষ লাইন
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছ	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)		দোয়ালির আনোমেখে নক্ষত্র গিয়েছে পড়ে কাল pilija	Ae;¹ Lhaji Sm Qjç পড়ে আছে
Be% 'i lhf	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)	ejLjM fœLj	আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছি ছবি।	উদ্যানে ছিলো বরষা fœsa gM Be% 'i lhf
অবনী বাড়ি আছো	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)		দুয়ার ঐটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া কেবল শুনি রাতের Lsje;Sj	সহসা শনিবায়ের Lsje;Sj "Ahef h;S আছো?"
Q;h	ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)	Lšhip	আমার আছে এখনো পড়ে আছে	নিখিও উহা ফিরত চাহো œLej?
হেমন্তের আরন্যে আমি পোষ্টম্যান	হেমন্তের আরন্যে আমি পোষ্টম্যান		হেমন্তের অরন্যে আমি পোষ্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক	একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখেনি আমি
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো	যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো (১৯৮২)	দেশ	ভাবছি ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো	একাকী যাবোনা অসময়ে

অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

দেওয়ালির আলো মেঘে নক্ষত্র। পুড়েছে কান সারারাত। এবার নক্ষত্র খামারে তোমাকে নিয়ে যাবো বলেছেন কবি নবাবের দিন। কবি বলেছেন তাদের অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে।

- শক্তি চ-পাধ্যায় এই কবিতাটি ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- প্রকাশ কাল আশ্বিন ১৩৭২ (অক্টোবর ১৯৬৫) ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল।
- HC LhajiœI ÛhL pwM; 4œz
- HC LhajiœI fœœ² pwM; 18œz
- কবিতাটি কবি ‘আধুনিক কবিতার দুরোধ পাঠকের হাতে’ উৎসর্গ করেছেন।
- এ গ্রন্থের নামটি যে কবিতা থেকে গ্রহন হয়েছে তা হল -‘পরমেশ্বর তুমি’ উক্ত কবিতার mo Rœ -
- ‘হে পরমেশ্বর, তুমি ধর্মে আছো জিরাফেও আছো।’

❖ উল্লেখযোগ্য পংক্তি x

- ‘দেওয়ালির আলো মেঘে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত।’
- ‘মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হতো’
- ‘পর্দাগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা’
- ‘এবারে তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র খামারে নবাবের দিন’
- ‘ভুলে মেয়োনাকো তুমি আমাদের উঠানের কাছে’

Be% °i Ihf

উদ্যানে বরষা পীড়িত ফুল, আষাঢ় শেষের বেলা এমন ছিল না। এখন আর রাখাল আসে না ; মোহন বাঁশি ও কাঁদে না। সে জানত না রাজধানী মত এ হৃদয় বড় নয়, সে জানত না যে কবি তাকে আনন্দ সমুদ্রের মত জানেন।

- Lha;W ‘ধর্মে আছে জিরাফেও আছে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- "Be%c-ভৈরবী’ কবিতার প্রকাশকাল ১৩৭০ সালে পৌষ মাসে ‘নান্দীমুখ’ পত্রিকায়।
- ‘আনন্দ ভৈরবী’ কবিতার স্তবক সংখ্যা ৫টি। প্রতিটি স্তবকে চারটি করে চরণ আছে। অর্থাৎ কবিতাটিতে মোট ২০টি চরণ আছে।
- আনন্দ ভৈরবী কবিতাটি আষাঢ় মাসের বর্ষা প্রসঙ্গে লেখা।
- প্রথম স্তবকটিই শেষ স্তবকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- ‘আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি’
- ‘উদ্যানে ছিলো বরষা পীড়িত ফুল’
- ‘কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল’
- ‘লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুটি’
- ‘সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী’
- ‘এমন ছিলো ন আষাঢ় শেষের বেলা’

অবনী বাড়ি আছে?

সারা পাড়া যখন ঘুমে মগ্ন তখন কবি অবনীর খোঁজ করছেন। এখানে বারোমাস বৃষ্টি পড়ে আর দুয়ার চেপে ধরে পরম্পূর্ণ সবুজ নালি ঘাস। কবির ব্যাখার মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েন ; সহসা রাতের কড়ানাড়া শোনা যায়।

- কবিতাটি ‘ধর্মে আছে জিরাফেও আছে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- Lha;W UhL pWMe; 3W J fW%? pWMe; 12Wz
- কবিতাটি কবি হিজলীতে বসে লিখছেন।
- এই কবিতাটি ওয়াল্টার ভিলা থেয়েরের The listener-এর প্রভাব রয়েছে।
- কবিতায় তিনটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ও একটি দাঁড়িচিহ্ন রয়েছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- ‘দুয়ার ঐটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া’
- ‘বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে’
- ‘আধেকলীন হৃদয় দূরগামী
ব্যাখার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি’
- ‘অবনী বাড়ি আছে।’

০৭

কবিতার প্রিয়তমকে জিজ্ঞাসা করছেন সে কিভাবে তোরঙ খোলে কারন চাবি কবির কাছে। সেই চাবি ফেরত চায় কিনা তা জানতে কবি চিঠি লিখেছেন। অবান্তর স্মৃতির মধ্যে কবি প্রিয়তমার বালোমলো মুখ দেখেন।

- ‘চাবি’ কবিতাটি ‘ধর্মে আছো জিরাফেও আছো’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতাটি চারটি স্তবকে মোট ১২ পুংক্তি আছে।
- কবিতায় দ্বিতীয় স্তবকের শেষে একটি মাত্র দাঁড়িচিহ্ন (।) ও মোট ৫টি জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে।
- কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল-“L&Ship' f&eLj 1369 HI °Q&e p&wM&ejuz
- কবিতায় ‘চিঠির’ কথা উল্লেখ আছে এছাড়াও নতুন দেশের কথা আছে।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- ‘তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি’
- “চাবি পরে তিল তো তোমার আছে’
- ‘চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।’
- ‘চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে’
- ‘অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে’

হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান

কবি বলেছেন তিনি হেমন্তে আমি পোস্টম্যান। আমরা ক্রমশই দূরে সরে সরে যাচ্ছি একে অপরের থেকে। আমরা অনেকদিন একে অপরের i। লোবেসে আদর করিনি, দাঁড়ানি মানুষ মানুষের পাশে। মানুষের মাঝে দূরত্ব বাড়ে কিন্তু গাছের সাথে দূরত্ব বাড়ে না।

- ‘হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান’ কবিতাটি ‘হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- ‘হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান’ কাব্যগ্রন্থ সংস্করণ মার্চ ১৯৬৯।
- কবিতাটি ‘সুধেন্দু মল্লিক বন্ধুবরেষু’ কে উৎসর্গ করেছেন।
- কবিতাটির মোট পুংক্তি সংখ্যা ৩৬টি

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- ‘হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক’
- ‘আমাদের পোস্টম্যান গুলির মতো নয় ওরা’
- ‘অনেকদিন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি’
- ‘হেমন্তের অরন্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক’
- ‘একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল’
- ‘একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব বাড়তে দেখিনি আমি।’

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?

কবি উপলব্ধি করেছেন; ঘরে দাঁড়ানোই ভালো। কারণ এতকাল মেখেছেন দুহাতে কিন্তু কখনো তোমার করে তোমাকে ভাবিনি।
কবি চাইলে যে কোনোদিকেই চলে যেতে পারেন কিন্তু তিনি যাবেন না।

- কবিতাটি ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কাব্যটির প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে।
- কবিতাটি ম্যাডাম আর সুবোধকে (কবিরন্ধু সুবোধ দাস ও শিপ্রা দাসকে) উৎসর্গ করেছেন।
- কবিতাটি প্রথম ‘দেশ’ পত্রিকায় ১/৯/১৯৭৯ সালে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?’ কবিতার পরিপূরক কবিতা হল -“HfVjgz’
- কবিতাটির মোট ৬টি স্তবক ১৬টি চরণে বিভক্ত।

❖ উল্লেখযোগ্য পুংক্তি x

- ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।
- ‘এত কালো মেখেছি দু হাতে’
- ‘এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ তাকে; আয় আয়’
- ‘যে কোনো দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু কেন যাবো?’
- ‘তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না অসময়ে।’



Teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 13

Lha; qm (1931 -1998)

কবিতা সিংহ এর ছদ্মনাম সুলতানা চৌধুরী। ১৯৪৬ খ্রীঃ প্রথম কবিতায় প্রকাশ, নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। কবিতা সিংহ শতভিষা; কৃতিবাস; দেশ পত্রিকার বিশিষ্ট লেখিকা। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ শতকের পঁচের দশকের কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বন্ধুরা এজন্য তাঁকে ‘ভার্জিনিয়া উলফ’ বলে ডাকতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস fiffel (1964) J fbj LjhNtU(1965) Mx pqSp%cl fLjha quz

abf :-

- কবিতা সিংহের কবিতায় প্রতিবাদী মেয়ের কঠোর খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেছে। মেয়েদের নিশ্চল, নিশ্চুপ প্রতিমার , মতো স্থির মেনে নেওয়ার প্রবণতা তিনি মেনেনিতে পারেননি।
- কবিতা সিংহ নারী স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন করেছেন।
- সাহিত্য বিশেষ অবদানের জন্য তিনি যে পুরস্কার গুলি পেয়েছেন সেগুলি হল - mhmj f#LjI, jcamjm f#LjI, i hjmLj f#LjIz
- ‘হরিনাবৈরী’ কবিতার উৎস ভুসুকপাদের বিখ্যাত পুঙ্ক্তি - ‘আপনা মাংসে হরিনা বৈরী’। (৬ সংখ্যকপদ)।
- কবিতা সিংহের শেষ কাব্য হল - ‘বিমল হাওয়ার হাত ধরে’।

উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :-

- “তিনিই সেই প্রথমা যিনি পুরুষসর্বস্ব জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে গড়ে তুললেন এক ঈপ্সিত জগতের বিকল্প Rth, সমাজ নির্দিষ্ট কোনো আদর্শায়িত ভূমিকার বাইরে দাঁড়িয়ে তৈরি করেন নারীর এক নিজস্ব সমৃদ্ধ কারা ভুবন।” [মঞ্জুশ্রী সেন; ‘কবিতা সিংহের কবিতা’ প্রবন্ধ]
- কবিতা সিংহ যে সকল দিক থেকে একমেবদ্বিতীয়ম, বাংলা সাহিত্যে তাঁর কোনো তুলনা নেই। আজকের নারীবাদিনীদের চেয়ে অনেক বেশি পথ হাঁটতে হয়েছিল তাঁকে।

[নবনীতা দেবসেন, একান্তর]

Lhaji ej	কাব্যগ্রন্থের নাম	fLjnLjm	fbj mCe	শেষ লাইন
রাজেশ্বরী নাগমনিকে নিবেদন	qdejhlf	1985	আজীবনলজ্জা ঢেকে দেবে বলে তার সেই একান্ত পুরুষ	kj ej qL L a ej Qwpf f# ozz
প্রেমতুমি	qdejhlf	1985	প্রেম, তুমি তাকে চেননি,	তোমার অগ্নির জন্য বসে bLj a q l euQazz
qdejhlf	qdejhlf	1985	অঘোর গৈরী পথ বৈরাগিনী	একেলা নিলয় খোঁজে কোথা রে হরি?
আন্তিগোনে	qdejhlf	1985	একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়	জন্ম দিতে জানে তোকে, তোকে আন্তিগোনে!
NShpSI	qdejhlf	1985	পিতল ধুনিতে করলো তাদের RW -	সেই সব মুখ, সরল কোমল রেখাহীন গর্জন pSI!

বাগেশ্বরী নাগমনিকে নিবেদন

আজীবন ধরে সমাজে পুরুষদের দ্বারা যে নারীলিপ্স নিসংশ ঘটনা গুলি ঘটে চলেছে কবিতা সিংহের বাগেশ্বরী ‘নাগমনিকে নিবেদন’ এরই অবতারণা। কবিতায় ‘দয়মন্তী’ নামক এক নারীর উল্লেখ রয়েছে যার খুন হয়েছে রক্ষকের হাতে, বিশ্বাসের হাতে তার ভাগ্য ছিল রাজেন্দ্রানী। সেই নারী রাজেশ্বরী নাগমনিকের বিষ ইনজেকসনে নিহত করে উলঙ্গ অবস্থায় পথে ফেলে দেওয়া হয় এই নারীর সোচনীয় অবস্থা ‘বাগেশ্বরী নাগমনিকে নিবেদন’ কবিতায় তুলে ধরেছেন।

- ‘বাগেশ্বরী নাগমনিকে নিবেদন’ কবিতাটি ‘হরিনাবেরি’ (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়।
- কবিতাটিতে দয়মন্তীর প্রসঙ্গ রয়েছে।
- কবিতায় ডোমের উল্লেখ আছে।
- কবিতায় মোট লাইনের সংখ্যা - 32z
- শৃগাল, কীট, অরন্য ও পুরুষের উল্লেখ আছে।
- Lhaju fhjupQL Wq² (!) 6Wz

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- রক্ষকের হাতে খুন বিশ্বাসের হাতে খুন
ভাগ্যে তোর ছিল রাজেন্দ্রানী
আহা তোর সব লজ্জা ঢেকে দিল দয়াময় ডোম।
- পুরুষ সর্বস্ব চায় নিজের কবলে, নিচে, পক্ষপটে শাখার তলায়।
- kj| ej qL|L, kj| ej Qwpf f#|ozz

প্রেমতুমি

কবিতা সিংহের ‘প্রেম তুমি’ কবিতায় এক প্রেমিকের আত্ম, যন্ত্রনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমিকের ছেড়ে চলে যাওয়ার যন্ত্রনা যা প্রেমিকা নারী কখনও বিশ্বাস করত না তাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল প্রেমিকে বলে খান্না হাননি তিনি নিয়তিকে দোষারপ করেছেন নিয়তির জন্য আক্ষেপ করেছেন আত্ম স্বরে। তাকে কলঙ্কিত করা, তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার অতর্নাদ প্রকাশ পেয়েছে কবিতায়।

- ‘প্রেম তুমি’ কবিতাটি ‘হরিনাবৈরী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- কবিতাটির মোট লাইন সংখ্যা - 14z
- Lhaju leuol Lbj উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- তুমি শুধু দন্তে-ওষ্ঠ চলে গেলে মূঢ় অবিশ্বাসী।
- ও কি সত্য ? প কি ধুব ? কেন তুমি অঙ্গুলিহেলনে ছুঁয়ে দেখলে না ?
- তবু সে অদ্ভুত জানে তুমি তার মুখে অগ্নি দেবে।
- তবু সে নিশ্চত জানে শেষ অগ্নি বড় সত্যবাদী।
- তোমার অগ্নির জন্য ব’সে থাকা তাহার নিয়তি।।

qdej'hlf

বৈরাগিনী অঘোর গৈরী পথে সেই পথ যেন আগুনের মতো যেখানে পোড়ে চুল, জ্বলে ত্বক সে জানে না ঘোরে ক্রোধে। কোথায় হরিন চিন্তামন্ডি ? সে তো আপনার মাংসে হরিনবৈরাগী, হরিন শিকারের লকলক শিখা অপরদিকে বৈরী আপনা মাসে হরিন্দ অচিন্ হরিন জানে না কোথায় তার নিলয় একলা কোথায় পাবে তার ঘর।

- ‘হরিনাবৈরী’ কবিতাটি হরিনাবৈরী (১৯৮৫) কাব্যের অন্তর্গত।
- Lhaju/WI f#S' pWMej - 15z
- কবিতায় ‘পোড়াচুল’, ‘কিডামনি’, চোখ, নাক, প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- অঘোর গৈরী পথ বৈরাগিনী
- কোথা রে হরিন তুই চিন্তামনি ?
- 'hlf Bfej মাসে তোর হরিনী!
- চোখ, নাক, শুন, ত্বক, মাংসের খান -
- একেলা নিলয় খোঁজে কোথা রে হরিন ?

আন্তিগোনে

কবিতার উল্লেখিত একটি ১৭ বছরের মেয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে পারে না। পুরুষগনদের ক্রয়েন এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে মেয়ারা সব একসাথে চায় সতীত্ব ও পরকীয়া, সতীচ্ছদ ও রমন তাদের সর্বগ্রাসী লোভী বলেছেন। আন্তিগোন ১৭ বছরেই অনুভব করেছিল প্রসবের দুঃস্বাদ আর জেনেছিল কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃগমন যেটা স্বীকার করেছিল ইডিপাস।

- ‘আন্তিগোনে’ কবিতাটি ‘হরিনাবৈরী’ (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- Lhaju মোট পুংক্তি সংখ্যা - 48W J ÛhL pWMEj - 10Wz
- কবিতাটি কেয়া চক্রবর্তীকে উপলক্ষ করে লিখেছেন।
- আন্তিগোনের পিতা - ইডিপাস ও মাতা হলেন যোকাস্তা।
- আন্তিগোনের পোশাকের নাম কলাপাতার রঙ।
- ‘থেবাই’ এর অনাগত নৃপতি হলেন ইডিপাস। যিনি থেবাই এর রাজা লাইয়ুসকে হত্যা করে রানী যোকাস্তাকে বিবাহ করেন।
- ‘সফোক্রেস’ ‘আন্তিগোনে’ নাটকটি রচনা করেন ৪৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

উল্লেখযোগ্য পুংক্তি :-

- একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়তে পারে না একবার একবারো
ajhv pwpj! ?
- তোমার ওই কলাপাতার রঙ পোশাকের পুন্য প্রাপ্তদেশ!
- Bj JC সর্বগ্রাসী লোভী মেয়েদের
যাদের সমস্ত চাই, সব চাই, সতীত্ব এবং পরকীয়া
একসঙ্গে সতীচ্ছদ, এবং রমন এমন কি বাৎসায়ন ও
যাদের বিধান দেন
দিনে সতী রজনীতে বেশ্যা বনে যেতে (ইতিগজঃ স্বামীর সকাশে)
- জন্মদিনের বড় নিটোল চাঁদের মতো কেব্
সে কেবল খন্ড খন্ড করে।
- প্রসবের দুঃস্বাদ
কারণ তুমি যে ওই সতেরোর ভীষন সকালে
জেনেছিলে সত্যিকার কিছু পেলে কিছু - কিছু তো
ছাড়তেই হয়
j jwp J nlfz
- আন্তিগোনে, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃ গমন স্বীকার সাহস রাখে শুধু ইডিপাস

NS# pšI

পিস্তলের ধ্বনি, অশ্বক্ষুরের ধ্বনি, চারিদিক খর খর করে কেঁপে ওঠার শব্দে ছুটে আসছে গর্জন সত্তর। টগবগ করছে রক্ত, নাক থেকে আগুন ফুঁসছে মাটি কাঁপছে থরথর করে, সেই সঙ্গে অশ্বারোহীদের উল্লাস। গর্জন সত্তর সমাজের গতানুগতিকতা, মিথ্যা ইতিহাস ভেঙে ফেলতে এগিয়ে আসছে। অন্ধপাহাড়, বধির নদী, মন্দিরের সাজানো মুখোশ, পদ্মভোজীর ডেরা, বাস্তবধুর ঘুম প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।

- গর্জন সত্তর কবিতাটি ‘হরিনাবৈরী’ (১৯৮৫) কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত।
- কবিতাটিতে মোট পুংক্তি সংখ্যা - 52
- কবিতায় ‘গর্জন সত্তর’ শব্দটি ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখকৃত ফাঁস :-

- পিস্তল ধ্বনিত করলো তাদের ছুট -
- টগবগ করছে রক্ত / কেশর কাঁপছে রাগে
- তারা নকল ইতিহাসকে ভাঙতে আসছে।
- র্যাবো ভেরলেন শার্ল বোদলেয়ার কাঁচিকাটা করে
- এম-ছবি পোস্ট কার্ডে / যারা দেখবে না
- যে-কোনো মুহূর্তে আমি দেখতে পাবো
সেইসব মুখ সরল কোমল রেখাহীন গর্জন সত্তর!



teachinns
Text with Technology

Previous Year Question

NET - JUN - 2019

1) প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় যথাক্রমে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার নাম ও কবিতার পুংক্তি দেওয়া হল। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :-

fbj a;ml;

aa; a;ml;

- | | |
|---------------|--|
| a) যেতে যেতে | i) শীতের তো সবে শুরু। |
| b) fUjh 1940 | ii) চেহাতে-mjm-নীল দুটো রুমাল ওড়া। |
| c) পাথরের ফুল | iii) কাল রাত্রে বাসি ফুলগুলো সত্যিই শুকিয়ে কাঠ। |
| d) Ljm j d;jp | iv) সভ্যতা যেন থাকে বজায়। |

সংকেত :- a b c d

- | | | | | |
|----|-----|-----|----|-----|
| 1. | iv | i | ii | iii |
| 2. | ii | iii | iv | i |
| 3. | iii | iv | i | ii |
| 4. | iii | iv | ii | i |

2) “সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে কে কামিনী, একাকিনী বাস করে বনে ?”

ঈশ্বর গুপ্তের পাঠ্য কবিতার অনুসরণে ‘কামিনী’র পরিচয় হল :

1. Be|p
2. A%e;
3. ylf|f
4. AÄp|f

3) নজরুল ইসলামের কবিতা অবলম্বনে প্রথম তালিকায় কবিতার নাম এবং দ্বিতীয় তালিকায় কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে। উভয় তালিকার সামঞ্জস্য বিধান করে প্রদত্ত সংকেত থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

fbj a;ml;

aa; a;ml;

- | | |
|---------------------------|---------------|
| a) বিদ্রোহী | i) দোলনচাঁপা। |
| b) আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে | ii) gtej ep;z |
| c) Bj l °Ltguv | iii) AÄhfe;z |
| d) phfp f | iv) phh l;z |

সংকেত :- a b c d

- | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|
| 1. | ii | iii | i | iv |
| 2. | iii | iv | ii | i |
| 3. | iii | i | iv | ii |
| 4. | iv | iii | ii | i |

4) “বসন্তের বেলা চলে যায়, - pjaŋ Nfa Nju” কামিনী রায়ের - ‘চন্দ্রাপীড়ের জাগরন’ কবিতার উদ্ধৃত অংশের শূন্যস্থানে আছে-

1. fjaŋl i
2. বিহঙ্গেরা
3. বিহগেরা
4. শালিখেরা

5) বিষু দে-র তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ কবিতায় যে ছত্রটি রয়েছে সেটি হল :

1. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি ঝাঁকা
2. সন্ধ্যারাগে ঝিকিমিকি ঝিলমের স্রোতখানি ঝাঁকা
3. সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের ঝাঁকা তলোয়ার
4. সন্ধ্যারাগে ঝিকিমিকি ঝিলমের ঝাঁকা তলোয়ার

6) সমর সেনের যে কবিতায় ছেলে ভুলানো ছড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হল :

1. মেঘদূত
2. jŋsʔ
3. মছয়ার দোণ
4. একটি বেকার প্রেমিক।

7) প্রথম তালিকায় প্রদত্ত পাঠ্য কবিতার নামের সঙ্গে দ্বিতীয় তালিকায় উপস্থিত ছত্রের সামঞ্জস্য বিধান করে সংকেত থেকে

ŋl Ešlŋ ŋŋʔa Ll|e :

fjŋ aŋŋLj

ŋaŋ aŋŋLj

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) গোখুলিসন্ধির নৃত্য | i) এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকনো দীঘি। |
| b) জেসন | ii) মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হতো। |
| c) ŋjŋ pšj i ŋŋŋv | iii) ক্রুর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে জোৎস্নায়। |
| d) Aeŋʔ কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে | iv) üfŋ BS hŋbŋŋsŋŋeŋz |

সংকেত :- a b c d

- | | | | | |
|----|-----|-----|----|-----|
| 1. | iii | iv | ii | i |
| 2. | iii | iv | i | ii |
| 3. | ii | iii | iv | i |
| 4. | iv | i | ii | iii |

8) ‘সাধের আসন’ যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার নাম হল :

1. i jlaŋ
2. অবোধ বন্ধু
3. hŋmL
4. jŋmʔ

9) নীচের দুটি তালিকায় কয়েকটি কবিতার পুঙ্ক্তি এবং প্রাসঙ্গিক কবিতার নাম দেওয়া হল।

fbj a;ml;

- শুধু জানি আগুন আগুনের কাজ সৃষ্টির আগুন
- তিনটি রিকশা ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাস ল্যাম্পে
- এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকানো দীঘি
- মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে অন্ধকার আকাশের বনে

ga; a;ml;

- মেঘদূত
- "Øjka pš; i ðoŕv"
- I;æ
- চেতন স্যাকরা

সংকেত :- a b c d

- iv iii ii i
- iii ii i iv
- ii iii iv i
- iv i iii ii

10) কবি বিষু দের 'ঘোড় সওয়ার' কবিতায় কয়েকটি পুঙ্ক্তি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে :

- q;ml; q;Ju;u q;u c;হাত ভরো
- হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীকু দ্বার
- সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার
- হালকা হাওয়ার বল্লম উটু ধরো

কবিতার ক্রম অনুসারে সংকেত থেকে ঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন

- d, c, a, b
- a, c, d, b
- c, a, b, d
- c, d, a, b

11) Lh pð;ç;ç; b cš 'pwha; kavitati ye samye l;xe ð;len -

- 18 j;Ø; 1953
- ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩
- ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০
- ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩

Answer

Sl. No.	Answer
1	3
2	1
3	3
4	3
5	3
6	1
7	2
8	4
9	1
10	1
11	3



te

inns